ত্রৈমাসিক মানবাধিকার প্রতিবেদন

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩

প্রকাশক: অধিকার
প্রকাশকাল: ২৬ এপ্রিল ২০২৩

মুখবন্ধ

১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে একটি মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত সমস্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তুলে ধরে জনগণকে সচেতন করছে। এছাড়া আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এর বিষয়ে প্রচারাভিযান চালাচ্ছে এবং রাষ্ট্রকে মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে বিরত রাখার জন্য সব সময়ই সচেষ্ট থেকেছে। *অধিকার* দলমত নির্বিশেষে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ভিকটিমদের ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে।

অধিকার তার মানবাধিকার সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে গিয়ে ২০১৩ সাল থেকে চরম রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও হয়রানির সম্মুখিন হচ্ছে। রাষ্ট্রের চলমান হয়রানি ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও *অধিকার* মানবাধিকার লংঘনের বিষয়গুলো তুলে ধরছে। সরকার কর্তৃক নিপীড়ন, নিয়ন্ত্রণ ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের কারণে *অধিকারকে* তার মানবাধিকার সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রবল বাধার সম্মুখিন হতে হয়েছে। ফলে প্রতিবেদন প্রকাশের ক্ষেত্রে *অধিকারকে* সেল্ফসেন্সরশিপ আরোপ করতে হচ্ছে। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের পাঠানো প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে *অধিকার* ২০২৩ সালের প্রথম তিন মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে।

সূচিপত্র

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩ .... ১
ভূমিকা ২
রাজনৈতিক দমন-পীড়ন ও সভা-সমাবেশে বাধা ৩
সভা-সমাবেশে বাধা, হামলা ও গ্রেফতার ৪
ক্ষমতাসীনদলের দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতা ৭
মতপ্রকাশ ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ৯
সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ১০
নিবর্তনমূলক আইন প্রয়োগ করে দমন-পীড়ন অব্যাহত ১১
ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ .... ১১
সন্ত্রাস দমন আইন ২০০৯ .... ১২
সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ১৩
নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী ব্যবস্থা ১৩
দুর্নীতি দমন কমিশন ১৫
রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও দায়মুক্তি ১৬
আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের জবাবদিহিতার অভাব নির্যাতন ও মর্যাদাহানিকর আচরণ ১৭
গুম ১৯
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ২২
'ইসলামী জঙ্গি' দমনের নামে রাষ্ট্রীয়বাহিনীর মানবাধিকার লঙ্ঘন ২২
কারাগারে মানবাধিকার লঙ্ঘন ২৩
গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা ২৫
নারীর প্রতি সহিংসতা ২৫
ধর্ষণ ২৫
যৌন হয়রানি ২৬
যৌতুক সহিংসতা ২৬
এসিড সহিংসতা ২৬
সংখ্যালঘু নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন ২৬
প্রতিবেশী দেশঃ ভারত এবং মিয়ানমার ২৮
বাংলাদেশের ওপর ভারতের আগ্রাসী মনোভাব ২৮
রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির মানবাধিকার লংঘন ২৯
মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা ৩০
সুপারিশসমূহ ৩১

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩

জানুয়ারি - মার্চ ২০২৩*					
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		**জানুয়ারি**	**ফেব্রুয়ারি**	**মার্চ**	**মোট**
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার	০	০	২	২
	নির্যাতনে মৃত্যু	১	০	১	২
	গুলিতে নিহত	০	০	১	১
	মোট	**১**	**০**	**৪**	**৫**
গুম		২	৫	১	৮
কারাগারে মৃত্যু		১৫	৬	৫	২৬
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত	৮	৩	৮	১৯
	আহত	৩৭৫	১১৪৪	৪৮৮	২০০৭
মৃত্যুদণ্ড	মৃত্যুদণ্ডাদেশ	২৫	১৮	৫০	৯৩
	মৃত্যুদণ্ড কার্যকর	২	১	০	৩
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	২	৩	০	৫
	বাংলাদেশী আহত	৩	২	০	৫
	মোট	**৫**	**৫**	**০**	**০**
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	আহত	২১	১৭	১৬	৫৪
	লাঞ্ছিত	৪	১০	৩	১৭
	গ্রেফতার	১	০	১	২
	হুমকির সম্মুখীন	৩	১	৪	৮
	মোট	**২৯**	**২৮**	**২৪**	**৮১**
গণপিটুনীতে মৃত্যু		৬	৫	৪	১৫
ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮-এ গ্রেফতার	প্রধানমন্ত্রী, সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি, তাঁদের পরিবারের সদস্য, সরকার বিরোধী সমালোচনামূলক পোস্ট/শেয়ার/ কমেন্ট করার কারণে	৯	১০	৫	২৪
	ধর্ম এবং ধর্মীয় ব্যক্তিদের কটুক্তি করার কারণে	৩	০	০	৩
	মোট	**১২**	**১০**	**৫**	**২৭**

* অধিকার ডকুমেন্টেশন

ভূমিকা

২০২৩ সালের প্রথম তিনমাসের মানবাধিকার লঙ্ঘন গত ১৪ বছর ধরে চলমান মানবাধিকার লঙ্ঘনেরই একটি ধারাবাহিক রূপ। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনসহ সকল রাষ্ট্রিয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে তার রাজনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যবহার করেছে। এমনকি বিচার বিভাগকেও সরকার নিয়ন্ত্রণ করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। সরকারদলীয় নেতা-কর্মী ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের ব্যবহার করে বিরোধীদলের নেতা-কর্মী ও সাধারণ নাগরিকদের ওপর ব্যাপক দমন-পীড়ন চালাচ্ছে। বিরোধীদলের সভা-সমাবেশে হামলা এবং তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও বানোয়াট মামলা দায়ের[১] এবং গণগ্রেফতার করেছে। গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং নির্যাতনসহ বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। এই সময়ে দেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা চরমভাবে ক্ষুন্ন হয়েছে এবং বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার নাগরিকদের বিরুদ্ধে নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের এবং তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

অধিকার মনে করে, দেশের নাগরিকদের ভোটের অধিকার ফিরে পাওয়াসহ অন্যান্য মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর নিষ্পত্তি করা না হলে বাংলাদেশ একটি মারাত্মক পরিস্থিতির দিকে ধাবিত হবে।

[১] প্রথম আলো ২১ ডিসেম্বর ২০২২; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/57vkv840o5

রাজনৈতিক দমন-পীড়ন ও সভা-সমাবেশে বাধা

১. ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার দেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পথ বন্ধ করে দিয়ে বিতর্কিত ও অগ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা কুক্ষিগত করায় গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেছে। কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা চালু থাকার কারণে বিরোধী রাজনৈতিক দল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর সরকারের দমন-পীড়ন ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। মিথ্যা এবং গায়েবী মামলা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে ২০২৩ সালের প্রথম তিন মাসে বিরোধী রাজনৈতিক দলের (বিশেষ করে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর) নেতাকর্মীদের ওপর ব্যাপক দমন-পীড়ন চালিয়েছে সরকার। এই সময় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা বিরোধীদলের হাজার হাজার নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে।[২] ঘরোয়া বৈঠক থেকেও বিএনপি নেতা-কর্মীদের আটক করে তথাকথিত নাশকতার পরিকল্পনার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা হামলা চালিয়ে বিএনপি নেতা-কর্মীদের গুরুতর আহত করার পর উল্টো বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধেই মামলা দায়ের করেছে। অভিযোগ রয়েছে বিনা পরোয়ানায় মিথ্যা ও গায়েবী মামলায়[৩] বিরোধীদলের নেতা-কর্মীসহ সাধারণ নাগরিকদের বাড়িঘরে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করেছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা। পরবর্তীতে গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে অনেককে ২৪ ঘন্টার মধ্যে আদালতে হাজির না করে অবৈধভাবে আটক রেখে তাঁদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৪] পুলিশ পারিবারিক অনুষ্ঠান থেকেও বিএনপি নেতাদের গ্রেপ্তার করেছে[৫] এবং বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বিএনপি নেতাকে না পেয়ে পুলিশ তাঁর ছেলেকে গ্রেফতার করেছে।[৬] এই সময় বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের মালিকাধীন মার্কেটে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে।[৭] কারাগারে রাজনৈতিক কারণে বন্দিদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করেছে সরকার। তাঁদের জামিন বিলম্বিত করা হয়েছে এবং এক মামলায় জামিন হলেও আরেক মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। এছাড়া জামিন পেয়ে জেল থেকে বেরোনোর পর জেল গেট থেকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়েছে।[৮] কারাবন্দি এবং অসুস্থ বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীকে ২ মার্চ কেরাণীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে প্রিজনভ্যানে দাঁড় করিয়ে ঢাকার সিএমএম কোর্টে হাজির করা হয় এবং একইভাবে দাঁড় করিয়ে ফেরৎ পাঠানো হয় বলে তাঁর স্ত্রী আরজুমান আরা বেগম অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেন, রিজভী একজন শারীরিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তি। তাঁকে লাঠির ওপর ভর দিয়ে সবসময় চলাফেরা করতে হয়।[৯] কারাগারে বন্দি ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার যুগ্ম সম্পাদক আব্দুর রহিম রনির বাবা মহসিন মোল্লা গত ১৪ জানুয়ারি মারা যান। বাবার জানাজায় অংশ নিতে আব্দুর রহিমের আইনজীবী প্যারোলে মুক্তির আবেদন জানালেও সরকার অনুমতি দেয়নি।[১০] বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামী ছাড়া অন্য বিরোধীদল লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি এবং গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের ওপরও সরকার নিপীড়ন-নির্যাতন চালিয়েছে। আদালতগুলোও অভিযুক্ত পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিরোধীদলের দায়ের করা মামলাগুলো খারিজ করে দিয়েছে।[১১]

২. রাজনৈতিক দমন-পীড়ন ব্যাপক আকার ধারণ করায় বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বীরা বিদেশে গিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করছেন। ২০২১ সালে প্রায় ২০ হাজার বাংলাদেশী নাগরিক ইইউ দেশগুলোতে আশ্রয়ের আবেদন জানায়। ২০২২ সালে এর সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ৩৩ হাজার ৭২৯ জন। ইইউএ এর

---

[২] যুগান্তর, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/644535/
[৩] যুগান্তর, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/643909/
[৪] নয়াদিগন্ত, ১৭ জানুয়ারি ২০২৩; https://www.dailynayadiganta.com/more-news/720985/
[৫] যুগান্তর, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/643016/
[৬] যুগান্তর, ৩ জানুয়ারি ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/631014/
[৭] প্রথম আলো, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/to5l8ijg7i
[৮] নয়াদিগন্ত, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://www.dailynayadiganta.com/politics/725124/
[৯] যুগান্তর, ২ মার্চ ২০২৩; https://www.jugantor.com/politics/650616/
[১০] সমকাল, ১৪ জানুয়ারি ২০২৩; https://samakal.com/politics/article/2301151293/
[১১] প্রথম আলো, ২৩ জানুয়ারি ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/dlpm8dav1e

তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশীদের আবেদনের সংখ্যা ২০০৮ সালের পর সব রেকর্ড ছাড়িয়েছে। উল্লেখ্য, নিজ দেশে ধর্ম, বর্ণ, জাতীয়তা ও রাজনৈতিক কারণে কেউ নির্যাতনের শিকার হলে বা কারও জীবন হুমকির মুখে থাকলে তিনি আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী ইউরোপের দেশগুলোতে সুরক্ষা চেয়ে আবেদন করতে পারেন।[১২] অসংখ্য ঘটনার মধ্যে নিচে সরকারের দমন-পীড়নের কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো:

৩. গত ৭ জানুয়ারি লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির মহাসচিব শাহাদাত হোসেন সেলিম লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জে তাঁর নিজ বাড়িতে এক মতাবিনিময় সভার আয়োজন করেন। এই সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার আগেই করপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তসলিম হোসেনের নেতৃত্বে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীরা সেলিমের বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে।[১৩]

৪. গত ২৫ ফেব্রুয়ারি গণঅধিকার পরিষদ খুলনায় এক প্রতিনিধি সভার আয়োজন করে। কিন্তু ২৩ ফেব্রুয়ারি খুলনা জেলা শাখার সদস্য সচিব হামিদুর রহমান রাজিব এবং বাগেরহাট জেলা শাখার সদস্য সচিব নুরুল ইসলামকে আটক করে পুলিশ। গ্রেফতার করে নেয়ার সময় পুলিশ রাজিবকে মারধর করে। পরে রাজিবকে এক কেজি গাঁজাসহ মাদক মামলায় এবং নুরুল ইসলামকে জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা পুরানো নাশকতার মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়। রাজিবের বাড়ির পাশের মসজিদের মুয়াজ্জিন গোলাম রহমান বলেন, রাজিব গাঁজা বিক্রির সঙ্গে জড়িত না। নুরুল ইসলামের স্ত্রী নাজনিন আক্তার বলেন, তাঁর স্বামীকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাওয়ার পর তিনি কেন গণ অধিকার পরিষদের সঙ্গে জড়িত তা প্রশ্ন করে। অথচ গণ অধিকার পরিষদ কোনো নিষিদ্ধ সংগঠন নয়। এই গ্রেফতারের প্রতিবাদে ২৫ ফেব্রুয়ারি গণঅধিকার পরিষদ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করলে পুলিশ সেখানেও বাধা দেয়।[১৪]

৫. গত ২৭ মার্চ ঢাকার শাহজাদপুর এলাকার ইসলামিক এন্টারপ্রাইজ (কোরআন শিক্ষা কেন্দ্র) থেকে তারাবী নামাজ পড়ার সময় ৩ জন কোরআনের হাফেজ, ৩ জন শিশু এবং ২ জন নারীসহ ১৬ জনকে গুলশান থানা পুলিশ গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ১১ জনকে আদালতের মাধ্যমে রিমান্ডে নেয় পুলিশ। তাঁদের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা এবং বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই বিষয়ে গুলশান থানার ওসি ফরমান আলী জানান, গ্রেফতারকৃতরা সবাই জামায়াতের নেতা-কর্মী। তাঁরা সেখানে বসে সরকারের পতনের আলোচনা করছিল।[১৫] মামলার এজাহারে বলা হয়েছে বেআইনিভাবে দলবদ্ধ হয়ে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্নসহ রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও জনগণের জানমালের ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে ককটেল বোমাসহ অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকাণ্ড ঘটানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কিন্তু মামলার এক নাম্বার সাক্ষি রাসেল মিজি বলেন, পুলিশ তাঁকে ২৭ মার্চ রাত ১১ টার দিকে ডেকে নিয়ে সাক্ষি করে। কিন্তু কি ঘটেছিল তিনি কিছুই জানেন না। তাঁরা জামায়াতের নেতা-কর্মী বলে পুলিশের কাছে জানতে পারেন। তবে সেখানে কোনো ককটেল দেখেননি।[১৬]

সভা-সমাবেশে বাধা, হামলা ও গ্রেফতার

৬. অতীতের ধারাবাহিকতায় ২০২৩ সালেও সরকার বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সভা-সমাবেশ করার অধিকারকে সংকুচিত করে তাদের ওপর নিপীড়ন চালিয়েছে। বর্তমান সরকার সভা সমাবেশ বা মিছিল এমনকি ঘরোয়া সভা করার জন্যও পুলিশের অনুমতি নেয়া বাধ্যতামূলক করেছে, যা সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এই সময়ে বিএনপিসহ অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিকদল[১৭] ও বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনকারী বিভিন্ন সংগঠনের[১৮] শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশ ও মিছিলে সরকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং তার ছাত্র ও যুব সংগঠনের নেতাকর্মীদের ব্যবহার করে হামলা করেছে। অনেক

---

[১২] প্রথম আলো, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ https://www.prothomalo.com/world/europe/vsflrw2z6r
[১৩] মানবজমিন, ৮ জানুয়ারি ২০২৩; https://mzamin.com/news.php?news=37366
[১৪] সমকাল, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://samakal.com/whole-country/article/2302159057/
[১৫] মানবজমিন, ২৯ মার্চ ২০২৩; https://mzamin.com/news.php?news=48830
[১৬] সমকাল, ২৯ মার্চ ২০২৩; https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2023-03-29/10/10149
[১৭] সমকাল, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2023-02-11/16/4190
[১৮] যুগান্তর, ১১ জানুয়ারি ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/633627/

ক্ষেত্রে পুলিশ ও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা যৌথভাবে এই সব হামলা চালিয়েছে।[১৯] ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ বিএনপির প্রতিটি কর্মসূচীর বিপরীতে একই দিনে কর্মসূচি ঘোষণা করে দেশ ব্যাপি সংঘাতের পরিবেশ সৃষ্টি করে।[২০] এই সময়ে ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীরা রাস্তায় পাহারা বসিয়ে বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের সভা-সমাবেশে যেতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং সমাবেশ থেকে ফেরার পথে তাঁদের ওপর হামলা চালিয়ে আহত করে।[২১] নাটোরে বিএনপি'র পদযাত্রার মঞ্চ দখল করে আওয়ামী লীগ শান্তি সমাবেশ করেছে।[২২] এই সময়ে বিএনপির নেতা-কর্মীদের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে ও বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ এবং লুটপাটের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ১১ ফেব্রুয়ারি সরকারের পদত্যাগসহ ১০ দফা দাবিতে সারাদেশে ওয়ার্ডে এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে বিএনপির পদযাত্রা কর্মসূচি পালনকালে নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার সাতগ্রাম ইউনিয়নে বিএনপির নেতা-কর্মীদের ওপর পুলিশ গুলি চালালে ১৫ জন গুলিবিদ্ধ হন।[২৩]

উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে পদযাত্রা কর্মসূচি শুরুর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন বিএনপির নেতাকর্মীরা। এ সময় দলটির বরগুনার পাথরঘাটা পৌর শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক মাসুম বিল্লাহকে ধরে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা কিলঘুষি মারেন। ছবি: প্রথম আলো, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

বগুড়া শহরের পিটিআই মোড় এলাকায় গণ অধিকার পরিষদের কর্মসূচিতে হামলা কওে বগুড়া জেলা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। ছবি: প্রথম আলো, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

৭. বিএনপি'র সমাবেশে ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মী ও পুলিশ হামলা চালানোর পর উল্টো সিরাজগঞ্জ, নোয়াখালী, খুলনা, পঞ্চগড়, কিশোরগঞ্জ ও রাজশাহীসহ বিভিন্ন জায়গায় বিএনপির আড়াই হাজার নেতা-

[১৯] সমকাল, ১১ জানুয়ারি ২০২৩; https://samakal.com/whole-country/article/2301150773/
[২০] নিউএইজ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://www.newagebd.net/article/194476/
[২১] যুগান্তর, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://www.jugantor.com/country-news/644447/
[২২] প্রথম আলো, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://www.prothomalo.com/politics/ncaugll13i
[২৩] সমকাল, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://samakal.com/politics/article/2302156413/

কর্মীর বিরুদ্ধে পুলিশ ও আওয়ামীলীগের নেতারা মামলা দায়ের করেছে।[২৪] এছাড়া লক্ষ্মীপুরের কমলনগর, ঝালকাঠি, সিরাজগঞ্জ, ময়মনসিংহের ভালুকায়, নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে, ঝিনাইদহের মহেশপুরে বিএনপির প্রায় ১ হাজার নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ।[২৫] এমনকি ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শহীদবেদীতে যাওয়ার সময় পুলিশ বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের বাধা দিয়েছে এবং গ্রেফতার করেছে। কর্মসূচির আগের রাতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিএনপির নেতা-কর্মীদের মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করেছে।[২৬]

৮. গত ১০ জানুয়ারি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কিডনি রোগীদের ডায়ালাইসিসের ফি কমানোর দাবিতে রোগী ও স্বজনরা বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ করলে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ওপর লাঠিচার্জ করে। এই ঘটনায় ২০ জন আহত হন। পুলিশ এই ঘটনায় নাসরিন আক্তার নামে একজন কিডনী রোগীর ছেলে মোহাম্মদ মুস্তাকিমকে গ্রেফতার করে এবং মুস্তকিমসহ ৪০/৫০ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামী করে মামলা দায়ের করে।[২৭]

৯. গত ১৬ জানুয়ারি নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলায় ছাত্রদল মিছিলের প্রস্তুতি নিলে ঘোড়াশাল পৌর ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি রুবেলের নেতৃত্বে নেতা-কর্মীরা হামলা চালায়। এই সময় রুবেল পলাশ ছাত্রদলের সদস্য সচিব মোস্তাফিজুর রহমান পাপনের পায়ে গুলি করে।[২৮]

গুলিবিদ্ধ পলাশ থানা ছাত্রদলের সদস্য সচিব মোস্তাফিজুর রহমান পাপন। ছবি: নয়াদিগন্ত, ১৬ জানুয়ারি ২০২৩

১০. গত ৪ ফেব্রুয়ারি বিএনপি আয়োজিত খুলনা বিভাগীয় সমাবেশে যাওয়ার সময় বিএনপি নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা চালায় ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীরা। এই সময় অসুস্থ এবং বৃদ্ধ লোককেও পিটিয়ে গুরুতর আহত করে সরকারিদলের নেতা-কর্মীরা।[২৯]

[২৪] সমকাল, ১৩ ফেব্রুয়িারি ২০২৩; https://samakal.com/bangladesh/article/2302156582/
[২৫] যুগান্তর, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/644535/
[২৬] প্রথম আলো, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/chxvkrpxjd, নয়াদিগন্ত, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://www.dailynayadiganta.com/khulna/727039/
[২৭] যুগান্তর, ১১ জানুয়ারি ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/633627/
[২৮] নয়াদিগন্ত, ১৬ জানুয়ারি ২০২৩; https://www.dailynayadiganta.com/dhaka/720856/
[২৯] প্রথম আলো, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://images.eprothomalo.com/PA/2023/02/06/dh/5_07/e6cbf86e_426658_2.jpg

১১. গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র অধিকার পরিষদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে দুই দফা হামলা চালায় ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। এই ঘটনায় ছাত্র অধিকার পরিষদের ২০ জন আহত হন।[৩০]

১২. গত ১৫ মার্চ চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের বর্ধিত গৃহকর প্রত্যাহারের দাবিতে করদাতা সুরক্ষা পরিষদের নগর ভবন ঘেরাও কর্মসূচিতে ছাত্রলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা-কর্মীরা হামলা চালালে আন্দোলনকারীদের মধ্যে ৩০ জন আহত হন।[৩১]

চট্টগ্রাম নগনভবন ঘেরাও কর্মসূচিতে হামলায় আহতদের হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয়। ছবি: প্রথম আলো, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

ক্ষমতাসীনদলের দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতা

১৩. ২০২৩ সালের প্রথম তিন মাসে ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীদের দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতা ব্যাপক আকার ধারণ করে। আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগসহ অন্যান্য অংগ সংগঠনের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে সাধারণ নাগরিক[৩২] ও শিশুদের প্রতি নৃশংসতা,[৩৩] চাঁদাবাজি[৩৪], ছিনতাই[৩৫], ত্রাণের চাল আত্মসাৎ[৩৬], সরকারি সম্পত্তি দখল[৩৭] ও টিআর-কাবিখার টাকা আত্মসাত[৩৮], ধর্ষণ,[৩৯] নারীর প্রতি সহিংসতাসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই সময়ে বিভিন্ন জায়গায় এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের বেপোরায়া সহিংসতায় বহু সাধারণ শিক্ষার্থী আহত হন। তাদের বিরুদ্ধে শিক্ষাঙ্গনের আবাসিক হলে সিট বাণিজ্য[৪০], অপহরণ করে মুক্তি পণ আদায়[৪১], দরপত্র ছিনতাই[৪২], চাঁদাবাজি[৪৩] এবং শিক্ষার্থীদের মারধর ও যৌন নিপীড়নসহ বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৪৪] সারা দেশে শিক্ষাঙ্গনগুলোতে ছাত্রলীগের কর্মসূচিতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের যোগ দেয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কেউ কর্মসূচিতে যোগ না দিলে তাঁর ওপর চালানো হয়েছে সহিংসতা। গত ২২

---

[৩০] সমকাল, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2023-02-18/16/6469
[৩১] সমকাল, ১৬ মার্চ ২০২৩; https://samakal.com/chittagong/article/2303162425/
[৩২] যুগান্তর, ৮ মার্চ ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/655892/
[৩৩] ডেইলি স্টার, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news-448151,
[৩৪] সমকাল, ১৩ জানুয়ারি ২০২৩; https://samakal.com/whole-country/article/2301151033/
[৩৫] যুগান্তর, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://www.jugantor.com/country-news/644038/
[৩৬] সমকাল, ১৭ জানুয়ারি ২০২৩; https://samakal.com/bangladesh/article/2301151803/
[৩৭] যুগান্তর, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/640843/
[৩৮] প্রথম আলো, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/wzff2wt2qy
[৩৯] সমকাল, ৯ জানুয়ারি ২০২৩; https://samakal.com/biday-2022/article/2301150412/, যুগান্তর ১৮ মার্চ ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/655802/
[৪০] যুগান্তর, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/646203/
[৪১] প্রথম আলো, ৩ মার্চ ২০২৩; https://www.prothomalo.com/politics/qw9898xv54
[৪২] সমকাল, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://samakal.com/dhaka/article/2302156841/
[৪৩] ডেইলি স্টার, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/extortion-money-du-bcl-men-vandalise-shop-3239151
[৪৪] সমকাল, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://samakal.com/politics/article/2302157162/

ফেব্রুয়ারি রাজশাহী কলেজে ছাত্রলীগের কর্মসূচিতে যোগ না দেয়ায় ছাত্রাবাসের কক্ষে কক্ষে তল্লাশী চালিয়ে শিক্ষার্থীসহ কমপক্ষে ৩৫ জনকে মারধর ও অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা।[৪৫] বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা টর্চার সেল স্থাপন করে শিক্ষার্থীদের ওপর সহিংসতা চালিয়েছে।[৪৬] এছাড়া সাধারণ শিক্ষার্থীদের শিবির কর্মী আখ্যা দিয়ে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা তাঁদের ওপর সহিংসতা চালিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।[৪৭] গত ১২ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ সোহরাওয়ার্দী হলে কৃষ্ণ রায় নামে এক সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীকে ছাত্রলীগের হল শাখার সাধারণ সম্পাদক ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকসহ কয়েকজন শিবির আখ্যা দিয়ে হলে আটক রেখে শারীরিক নির্যাতন করে।[৪৮] একইভাবে ৮ ফেব্রুয়ারি শিবির কর্মী আখ্যা দিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের চার শিক্ষার্থীকে ক্রিকেট স্ট্যাম্প, পাইপ ও লাঠি দিয়ে পেটায়। এদের মধ্যে জাহিদ হোসেন ও সাকিব হোসেনকে গুরুতর আহতাবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) ভর্তি করা হয়।[৪৯] এছাড়া ছাত্রলীগের নারী নেতা-কর্মীরাও শিক্ষার্থীদের ওপর নানা ধরনের সহিংসতা চালিয়েছে।[৫০] গত ১২ ফেব্রুয়ারি কুষ্টিয়ায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষের ছাত্রী ফুলপরীকে ছাত্রলীগের নেত্রী অন্তরা, মোয়াবিয়া ও তাবাসসুমসহ কয়েকজন দলবদ্ধভাবে নিপীড়ন চালায়। এই সময় ফুলপরীকে বিবস্ত্র করে ভিডিও করা হয়।[৫১] রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মুন্নুজান হল শাখা ছাত্রলীগের সহসভাপতি তাজনোভা থিমী এক শিক্ষার্থীকে তাঁর বন্ধুদের দ্বারা ধর্ষণের হুমকি দেন।[৫২]

১৪. গত তিন মাসে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীরা নিজেদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্বের কারণে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে এবং একে অপরের ওপর দেশীয় ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেছে।[৫৩] গত ২২ ফেব্রুয়ারি লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুরে এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে রাসেল (১৪) নামে সপ্তম শ্রেণীর এক শিক্ষার্থী নিহত হন।[৫৪] বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অভিযুক্তরা ক্ষমতাসীন দলের ছত্রছায়ায় দায়মুক্তি ভোগ করায় তাদের বিচারের সম্মুখিন করা হয়নি।[৫৫]

১৫. গত ৪ জানুয়ারি পাবনা জেলার ঈশ্বরদী পৌর শহরে সড়ক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে তর্কবির্তকের জেরে ঈশ্বরদী পৌর যুবলীগের সদস্য আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা সাধারণ মানুষের ওপর হামলা চালায়। এই সময় আনোয়ার হোসেন পিস্তল দিয়ে গুলি ছুঁড়লে মামুন হোসেন (২৫) নামে একজন রিকশাচালক নিহত হন।[৫৬]

১৬. চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়ে রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ১৯ জন নিহত ও ২০০৭ জন আহত হয়েছেন। এই তিন মাসে আওয়ামী লীগের ৭৬টি ও বিএনপি'র ০৫টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ০৭ জন নিহত ও ৬৫৪ জন আহত এবং বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৩৯ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

---

[৪৫] প্রথম আলো, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/n2c9a4a2p5
[৪৬] প্রথম আলো, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/1x790ovwvr
[৪৭] সমকাল, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://samakal.com/bangladesh/article/2302156187/
[৪৮] যুগান্তর, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/646204/
[৪৯] প্রথম আলো, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/1x790ovwvr
[৫০] সমকাল, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://samakal.com/politics/article/2302158470/
[৫১] সমকাল, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://samakal.com/politics/article/2302157162/
[৫২] যুগান্তর, ২ মার্চ ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/650372/
[৫৩] প্রথম আলো, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=272a7e368eb&imageview=1&epedate=27/02/2023
[৫৪] প্রথম আলো, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/tv2318a30q
[৫৫] প্রথম আলো, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/dn1rnobno8
[৫৬] মানবজমিন, ৫ জানুয়ারি ২০২৩; https://mzamin.com/news.php?news=37019

মতপ্রকাশ ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা

১৭. ২০২৩ সালের প্রথম তিন মাস নাগরিকদের মতপ্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় সরকার ও সরকারদলীয় লোকদের হস্তক্ষেপ ছিল লক্ষ্যণীয়। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকে সংবাদ মাধ্যমগুলো নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করে এবং বর্তমানে তা ব্যাপক রূপ নিয়েছে। ফলে বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার ব্যাহত হচ্ছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ সংবাদমাধ্যম সরকার কিংবা সরকার সমর্থিত ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের সুযোগ না থাকায় ফেসবুকসহ বিকল্প মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে জনগণ বিভিন্ন মতামত দেয় ও সংবাদ/তথ্য আদান-প্রদান করে। কিন্তু ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রয়োগ করে সরকার ভিন্নমতকে দমন করছে এবং সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা হরন করে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এই অবস্থায় সাংবাদিকরা নিজেদের ওপর সেল্ফসেন্সরশীপ আরোপ করছেন। এই সময়ে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে সাংবাদিকরা ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মী ও প্রভাবশালীদের হামলার শিকার হয়েছেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও গ্রেফতার করা হয়েছে।

১৮. সংবিধানের ৪৩ অনুচ্ছেদে নাগরিকদের ব্যক্তিগত ও অন্যান্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে গোপনীয়তার অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হলেও সরকার তা লঙ্ঘন করছে। সরকার দেশের জনগণের ওপর নজরদারীর জন্য ইসরাইলী কোম্পানী ওয়াইস্পিয়ার থেকে আড়ি পাতার অত্যাধুনিক প্রযুক্তি কিনেছে।[৫৭] এই প্রযুক্তি আইনসম্মতভাবে ব্যবহারেরও ঘোষণা দিয়েছে সরকার। গত ১২ জানুয়ারি জাতীয় সংসদে এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল জানিয়েছেন, আইনসম্মতভাবে মোবাইল ফোন বা ইন্টারনেট মাধ্যমে যোগাযোগে আড়িপাতার ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।[৫৮] কারণ গত কয়েক বছরে বেআইনীভাবে সরকারের সমালোচকদের ফোনালাপ সরকারপন্থী সংবাদমাধ্যমগুলো ফাঁস করেছে; যা নাগরিকদের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তাকে লঙ্ঘন করেছে।

১৯. ২০২৩ এর একুশের বই মেলায় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলা একাডেমী ভিন্নমতাবলম্বীদের বই বিক্রি বন্ধ করার উদ্দেশ্যে আদর্শ প্রকাশনী সংস্থাকে স্টল বরাদ্দ দেয়নি। উল্লেখ্য যে, সরকারবিরোধী তিনটি বইয়ের জন্য স্টল বরাদ্দ পায়নি আদর্শ প্রকাশনী।[৫৯]

২০. বিদেশে অবস্থানকারী বা নির্বাসনে থাকা বাংলাদেশী ব্লগার, মানবাধিকারকর্মী ও সাংবাদিকদের দেশে অবস্থানকারী আত্মীয়-স্বজনদের ওপর নিপীড়ন অব্যাহত রেখেছে সরকার ও সরকার সমর্থকরা । গত ১৭ মার্চ ইউরোপ প্রবাসী বাংলাদেশী সাংবাদিক জুলকারনাইন সায়ের খানের[৬০] ভাই মাহিনুর আহম্মেদ খানকে ঢাকার মিরপুরের পশ্চিম শেওড়াপাড়া এলাকায় তাঁর বাসার সামনে রাস্তায় অজ্ঞাত চারজন ব্যক্তি রড ও লাঠি দিয়ে হামলা চালিয়ে তাঁকে গুরুতর আহত করে।[৬১] স্থানীয়রা মাহিনুরের পরিবারের সদস্যদের জানিয়েছেন যে, হামলাকারীদের একজন আওয়ামী লীগের সদস্য হুমায়ুন রশীদ জনির সমর্থক।[৬২] কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস (সিপিজে) জানায়, এর আগেও তারা বিদেশে থাকা বাংলাদেশি সাংবাদিকদের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক আচরণ নথিভুক্ত করেছে। যার মধ্যে অন্যতম ২০২১ সালের অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রে থাকা বাংলাদেশী সাংবাদিক কনক সারোয়ারে বোনকে গ্রেফতারের ঘটনা।[৬৩]

---

[৫৭] https://www.haaretz.com/israel-news/security-aviation/2023-01-10/ty-article/.premium/israeli-spy-tech-sold-to-bangladesh-despite-dismal-human-rights-record/00000185-9692-d16a-a987-f6b75dd00000, https://www.timesofisrael.com/israeli-owned-firms-reportedly-selling-spyware-to-bangladesh-with-no-oversight/

[৫৮] সমকাল, ১৪ জানুয়ারি ২০২৩; https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2023-01-14/1/5720

[৫৯] সমকাল, ১৮ জানুয়ারি ২০২৩; https://samakal.com/lifestyle/article/2301151889/

[৬০] অনুসন্ধানী সাংবাদিক জুলকারনাইন সায়ের খান ২০২১ সালে আল জাজিরায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় দুর্নীতি, পক্ষপাতিত্ব এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে আল জাজিরার একটি ডকুমেন্টরিতে কাজ করেছিলেন। মানবজমিন, ২৫ মার্চ ২০২৩; https://mzamin.com/news.php?news=48310

[৬১] আল জাজিরা, ২৪ মার্চ ২০২৩; https://www.aljazeera.com/news/2023/3/24/bangladesh-investigative-journalist-brother-beaten-with-rods
প্রথম আলো, ২৫ মার্চ ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/haufscu1wn

[৬২] মানবজামন, ২৫ মার্চ ২০২৩; https://mzamin.com/news.php?news=48310

[৬৩] সিপেজি, ২৪ মার্চ ২০২৩; https://cpj.org/2023/03/unidentified-men-attack-brother-of-exiled-bangladeshi-journalist-zulkarnain-saer-khan/

২১. গত ১ জানুয়ারি মাগুড়ায় ক্ষমতাসীনদলের সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে ফেসবুকে পোস্ট দেয়ার অভিযোগে মাগুরা জেলা যুবদলের সদস্য মারুফ হোসেন মুন্নাকে যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা কুপিয়ে আহত করে।[৬৪]

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

২২. **২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়ে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় ৫৪ জন সাংবাদিক আহত, ১৭ জন লাঞ্ছিত, ০২ জন গ্রেফতার এবং ০৮ জন হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন।**

২৩. গত ২৩ জানুয়ারি বেলা আনুমানিক ১১ টায় সাতক্ষীরায় দীপ্ত টেলিভিশন ও বাংলা '৭১ নামের একটি পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি রঘুনাথ খাঁকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পরিচয়ে কয়েকজন লোক তুলে নিয়ে যায় বলে তাঁর স্ত্রী সুপ্রিয়া রাণী খাঁ অভিযোগ করেন। এই ব্যাপারে তাঁরা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করলে পুলিশ রঘুকে ধরে নিয়ে যাওয়ার কথা অস্বীকার করে। কিন্তু ওই দিন সন্ধ্যায় সাতক্ষীরার দেবহাটা থানার সাপমারা সেতু এলাকা থেকে নাশকতা সৃষ্টির অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার দেখানো হয়।[৬৫]

২৪. গত ৯ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটকে মূল ক্যাম্পাসে স্থানান্তরের দাবীতে আন্দোলনের সময় শিক্ষার্থীদের ধাওয়া করে ছাত্রলীগ। এই সময় সমকালের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি মারজান আক্তার ঘটনার ভিডিও ধারণ করতে চাইলে তাঁকে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা ঘিরে ধরে হেনস্তা ও উত্ত্যক্ত করে এবং তাঁকে হুমকি দেয়া হয়। একই সময়ে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে আরটিভির ফটোসাংবাদিক এমরাউল কাউস মিঠুকেও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা লাঞ্ছিত করে।[৬৬]

২৫. গত ১১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা জেলার ধামরাইয়ের গাঙ্গুটিয়া ইউনিয়নের হাতকোড়া এলাকায় একই সময়ে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ এর পৃথক সমাবেশ চলাকালে দুই দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনার খবর সংগ্রহের সময় যুগান্তরের ধামরাই প্রতিনিধি শামীম খানের ওপর গাংগুটিয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি কাদের খানের অনুসারীরা হামলা চালিয়ে তাঁকে কোপায় এবং তাঁর হাত পা ভেঙ্গে দেয়। কাদের খানের বিরুদ্ধে কেলেঙ্কারি ও দুর্নীতির সংবাদ যুগান্তরে প্রকাশিত হওয়ায় আগে থেকেই কাদের খান শামীমের ওপর ক্ষিপ্ত ছিল। এই সময় হামলাকারীরা শামীম খানের কাছ থেকে পরিচয়পত্র, মোবাইল ফোন, ক্যামেরা ও নগদ টাকা ছিনিয়ে নেয়। আহতাবস্থায় শামীম খানকে সাটুরিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনায় পুলিশ কাদের খানের বিরুদ্ধে মামলা নেয়নি।[৬৭]

২৬. গত ১৫ মার্চ সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় সাংবাদিকদের ওপর লাঠিচার্জ এবং তাঁদের মারধর করে পুলিশ। পুলিশের লাঠিচার্জে ৮ জন সাংবাদিক আহত হন।[৬৮]

২৭. ২৬ মার্চ "আমাগো মাছ, মাংস আর চাইলের স্বাধীনতা লাগবো" শিরোনামে প্রথম আলো পত্রিকায় 'মিথ্যা ও বানোয়াট' সংবাদ প্রকাশের অভিযোগে গত ২৯ মার্চ দিবাগত রাত ৪ টায় প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক শামসুজ্জামান শামসকে ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি) এর ১৪/১৫ জন সদস্য সাভারের আমবাগান এলাকা থেকে তুলে নিয়ে যায়। এই সময় শামসুজ্জামানের ব্যবহৃত একটি ল্যাপটপ, দুটি মুঠোফোন ও একটি পোর্টেবল হার্ডডিক্স নিয়ে যায় তারা। গত ২৮ মার্চ দিবাগত রাত ২.১৫ মিনিটে যুবলীগের ঢাকা মহানগর উত্তরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া তেজগাঁও থানায় শামসুজ্জামানের নাম উল্লেখ করে কয়েকজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করে। গত ২৯ মার্চ মধ্যরাতে রমনা থানায় প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমানের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করে বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের নির্বাহী সভাপতি

---

[৬৪] সমকাল, ২ জানুয়ারি ২০২৩; https://samakal.com/industry-trade/article/2301149283/

[৬৫] প্রথম আলো, ২৮ জানুয়ারি ২০২৩;
https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=2812c0fb9cc&imageview=1&epedate=28/01/2023

[৬৬] সমকাল, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://samakal.com/shoili/article/2302156525/

[৬৭] সমকাল, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://samakal.com/samakal-investigation/article/2302156569/, যুগান্তর, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩;
https://www.jugantor.com/country-news/645838/,

[৬৮] যুগান্তর, ১৫ মার্চ ২০২৩; https://www.jugantor.com/national/654901/

আবদুল মালেক। এই মামলায়ও শামসুজ্জামানকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া আসামীদের মধ্যে 'সহযোগী ক্যামেরাম্যান'সহ অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিরাও রয়েছেন।[৬৯] গত ৩০ মার্চ আটকের ৩০ ঘন্টা পর শামসুজ্জামানকে আদালতে হাজির করে পুলিশ।[৭০] গত ৩ এপ্রিল শামসুজ্জামান শামস আদালত থেকে জামিন পেয়ে কারাগার থেকে মুক্ত হন।[৭১]

প্রথম আলোর সাংবাদিক শামসুজ্জামান শামসকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হয়। ছবি: প্রথম আলো, ৩১ মার্চ ২০২৩

নিবর্তনমূলক আইন প্রয়োগ করে দমন-পীড়ন অব্যাহত

২৮.সরকার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ ও সন্ত্রাস দমন আইন ২০০৯ সহ বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রয়োগ করে দেশে দমন-পীড়ন অব্যাহত রেখেছে।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮

২৯.সরকার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রয়োগ করে দমন-পীড়ন চালাচ্ছে। ফলে নাগরিকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। প্রতি মাসে ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীরা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গড়ে চারটি মামলা দায়ের করছে।[৭২] গত ৩১ মার্চ জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার ফলকার টার্ক এক বিবৃতিতে বলেন যে, বাংলাদেশ জুড়ে সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীদের গ্রেফতার, হয়রানি ও ভীতি প্রদর্শন এবং অনলাইন সমালোচকদের কণ্ঠ রোধ করতে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ব্যবহার করা হচ্ছে। তিনি পুনরায় কর্তৃপক্ষের প্রতি অবিলম্বে এর প্রয়োগ স্থগিত এবং এই আইনকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে এর ধারাগুলোতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার আহ্বান জানিয়েছেন।[৭৩]

৩০.**জানুয়ারি-মার্চ এই তিন মাসে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ২৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী, সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি, তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক পোস্ট/ শেয়ার/**

[৬৯] প্রথম আলো ৩০ মার্চ ২০২৩; https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=3033d17338d&imageview=1&epedate=30/03/2023

[৭০] প্রথম আলো ৩১ মার্চ ২০২৩; https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=31300196056&imageview=1&epedate=31/03/2023

[৭১] ডেইলি স্টার, ৯ এপ্রিল ২০২৩ https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/prothom-alo-reporter-shams-gets-bail-another-dsa-case-3292716

[৭২] প্রথম আলো ১৪ জানুয়ারি ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/qp3hcqlybg

[৭৩] https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/03/bangladesh-turk-urges-immediate-suspension-digital-security-act-media

কমেন্ট করার কারণে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ২৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকি ০৩ জনকে ধর্ম অবমাননার কারণে গ্রেফতার করা হয়েছে।

৩১. প্রয়াত স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমকে নিয়ে ফেসবুকে 'কটুক্তি' করার অভিযোগে গত ২৪ জানুয়ারি কাজিপুর উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আলী আসলাম বাদী হয়ে আশকার পাইন নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করে। গত ৯ ফেব্রুয়ারি পুলিশ আশকার পাইনকে গ্রেফতার করে।[৭৪]

৩২. বাংলাদেশ রেলওয়ের দুর্নীতি, জায়গা দখল ও টেন্ডার বাণিজ্য নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশের কারণে চট্টগ্রামে যুগান্তরের বিশেষ প্রতিনিধি মাহবুব আলমের বিরুদ্ধে গত ২৯ মার্চ চট্টগ্রাম সাইবার ট্রাইবুনালে কেন্দ্রীয় যুবলীগের সাবেক উপ-অর্থ বিষয়ক সম্পাদক হেলাল আকবর চৌধুরী ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করে।[৭৫]

৩৩. গত ১৬ জানুয়ারি 'মিথ্যা ও উসকানীমূলক এবং ভীতিপ্রদর্শক' সম্বলিত ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করার অভিযোগে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে করা মামলায় মুফতি কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিমকে এক বছরের সাজা দেন ঢাকার সাইবার ট্রাইবুনালের বিচারক এএম জুলফিকার হায়াৎ।[৭৬]

৩৪. গত ৩০ জানুয়ারি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে 'উসকানীমূলক ধর্মীয় কটুক্তির' অভিযোগে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি আইনে শফিউর রহমান ফারাবীকে সাত বছর কারাদণ্ড দেন ঢাকার সাইবার ট্রাইবুনালের বিচারক এএম জুলফিকার হায়াৎ।[৭৭]

৩৫. গত ৮ ফেব্রুয়ারি ফেসবুকে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে করা মামলায় রংপুরের পরিতোষ সরকারকে ১১ বছরের কারাদণ্ড দেন রংপুর সাইবার ট্রাইবুন্যাল বিচারক আবদুল মজিদ।[৭৮]

৩৬. গত ২ মার্চ ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার অভিযোগে ইকবাল হোসেন নামে এক ব্যক্তিকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ১ বছর ৪ মাস কারাদণ্ড দেয় ঢাকার সাইবার ট্রাইবুনালের বিচারক এএম জুলফিকার হায়াৎ।[৭৯]

সন্ত্রাস দমন আইন ২০০৯

৩৭. ২০০৯ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ সরকার সন্ত্রাস দমন আইন প্রণয়ন করে। চলমান সরকারবিরোধী আন্দোলনকে দমন করার জন্য সরকার সন্ত্রাস দমন আইনকে ব্যবহার করে সারা দেশে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীসহ বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের ওপর নিপীড়ন চালিয়েছে। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার বেতবাড়িয়া এলাকায় সুধি-সমাবেশ ও বার্ষিক ভোজের আড়ালে গোপন বৈঠক করার অভিযোগে জামায়াত ইসলামী ও ছাত্র শিবিরের ২৫ জন নেতা-কর্মীকে পুলিশ গ্রেফতার করে। তাঁদের কাছ থেকে জামায়াত নেতাদের লেখা বিভিন্ন বই উদ্ধার করা হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। এই ঘটনায় পুলিশ গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা করে।[৮০] গত ২০ মার্চ ঢাকার মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান ও শ্রীনগর উপজেলার বিএনপির নেতা-কর্মীরা বনানী ক্লাবে গেলে পুলিশ 'নাশকতার পরিকল্পনার' অভিযোগে ৫৪ জন বিএনপি নেতা-কর্মীকে ক্লাব থেকে গ্রেফতার করে। তাঁদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।[৮১]

---

[৭৪] প্রথম আলো, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/7yuxaqf6ta
[৭৫] যুগান্তর, ৩১ মার্চ ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/660308/
[৭৬] মানবজমিন, ১৬ জানুয়ারি ২০২৩; https://mzamin.com/news.php?news=38648
[৭৭] প্রথম আলো, ৩০ জানুয়ারি ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/zuthpbk8a8
[৭৮] প্রথম আলো, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=92f5d574a6&imageview=1&epedate=09/02/2023
[৭৯] প্রথম আলো, ২ মার্চ ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/2pv0fyhn1a
[৮০] যুগান্তর, ৩১ মার্চ ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/city/660332/
[৮১] প্রথম আলো, ২০ মার্চ ২০২৩; https://www.prothomalo.com/politics/lbl18cfe8z

সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

৩৮. আওয়ামী লীগ সরকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয়করণের মাধ্যমে তাদের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। ফলে নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী ব্যবস্থা

৩৯. জনগণ তাঁদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ায় বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার আব্দুল আউয়ালের নেতৃত্বাধীন বর্তমান নির্বাচন কমিশন অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ও সাধারণ নাগরিকদের আস্থা অর্জন করতে পারেনি। বর্তমান সরকারের অধীনে অতীতের কাজী রকিবুল হুদা এবং নুরুল হুদা কমিশনের মতোই বর্তমান কমিশন আরও একটি একতরফা ও সাজানো নির্বাচন করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বর্তমান নির্বাচন কমিশনের অধীনে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন নির্বাচনে নানা ধরনের অনিয়ম ও জালিয়াতির ঘটনা ঘটলেও নির্বাচন কমিশন এর বিরুদ্ধে কার্যকর কোন ব্যবস্থা নেয়নি। এমনকি বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নির্বাচনেও সরকার সমর্থক ব্যক্তিরা কারচুপির আশ্রয় নিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি আইনজীবীদের সংগঠন ঢাকা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে[৮২] এবং গত ২ মার্চ গাজীপুর জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে[৮৩] ব্যালট পেপার লুট ও কারচুপির আশ্রয় নিয়ে ক্ষমতাসীনদলের প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ১৫ ও ১৬ মার্চ অনুষ্ঠিত সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে গত ১৫ মার্চ পুলিশ দিয়ে বিএনপি পন্থী আইনজীবীদের পিটিয়ে বের করে দিয়ে ভোটকেন্দ্র দখল করে বিজয়ী হন আওয়ামী লীগ সমর্থিত আইনজীবীরা।[৮৪]

সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির মিলনায়তনে দায়িত্ব পালনের সময় এক সাংবাদিককে মারধর পুলিশ। ছবি: প্রথম আলো, ১৬ মার্চ ২০২৩

৪০. ব্যাপক অরাজকতার কারণে ২০২২ সালের ১২ অক্টোবর বাতিল হওয়া গাইবান্ধা-৫ আসনের উপনির্বাচন গত ৪ জানুয়ারী আগের মতোই অনিয়মের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এই আসনের নাপিতের হাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রের বাইরে পাহাড়া বসিয়ে কেন্দ্রে প্রভাব বিস্তার করে গাইবান্ধা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোস্তাক আহমেদ রঞ্জু ও তার অনুসারী নৌকা মার্কার সমর্থকরা। এই সময় রঞ্জুর গলায় নির্বাচন কমিশন থেকে প্রদান করা সংবাদিকের কার্ড ঝুলতে দেখা যায়। রঞ্জু নিজেও

[৮২] প্রথম আলো, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/7rx1dxri3z

[৮৩] যুগান্তর, ৫ মার্চ ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/651385/

[৮৪] প্রথম আলো, ১৬ মার্চ ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/pogsenu61v

স্বীকার করে যে সে সাংবাদিক নয়। কীভাবে সে এই কার্ড পেলো, এই প্রশ্নের উত্তরে রঞ্জু বলে, এটা নির্বাচন কমিশনকে জিজ্ঞেস করেন।[৮৫]

৪১. বিএনপির সংসদ সদস্যদের পদত্যাগ করা ছয় শূন্য আসনে গত ১ ফেব্রুয়ারি উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদল আওয়ামী লীগ ও তার মিত্র রাজনৈতিক দলগুলো অংশ নেয়। নির্বাচনে অধিকাংশ ভোটারই ভোট দেয়া থেকে বিরত থাকায় অধিকাংশ ভোট কেন্দ্রই ফাঁকা ছিল।[৮৬] প্রধান প্রতিপক্ষ বিএনপি না থাকলেও এই নির্বাচনে সহিংসতার ঘটনা ঘটে। ক্ষমতাসীনদলের সমর্থকরা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সমর্থক ও ভোটারদের কেন্দ্রে যেতে বাধা দেয়।[৮৭] নির্বাচনের আগে ব্যাপকভাবে আচরণবিধি লঙ্ঘন করে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী।[৮৮] ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনে নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থী আবদুস সাত্তারের প্রতিপক্ষ প্রার্থীদের ভয়ভীতি দেখানো হয়[৮৯] এবং অধিকাংশ প্রার্থীকে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৯০] গোপন কক্ষেও আবদুস ছাত্তারের সমর্থকদের উপস্থিত থাকতে দেখা যায়।[৯১] চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ আসনের উপনির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীর ভোটারদের কেন্দ্রে ঢুকতে দেয়নি আওয়ামী লীগ মনোনিত প্রার্থীর সমর্থকরা। রহনপুর এবি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রের পাশে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকরা অবস্থান করলে তাঁদের সেখান থেকে পিটিয়ে তাড়িয়ে দেয় আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর সমর্থকরা। ভোলাহাট উপজেলার জামবাড়িয়া ও বড়গাছি এলাকায় দুটি কেন্দ্রে এবং গোমস্তাপুর উপজেলার রাধারনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে স্বতন্ত্র প্রার্থীর ভোটারদের ঢুকতে দেয়নি আওয়ামী লীগ প্রার্থীর সমর্থকরা।[৯২] চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী সামিউল হকের ১৫টি নির্বাচনী কার্যালয় আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীর সমর্থকরা ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে এবং কর্মীদের মারধর করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৯৩] নির্বাচনের পর পরাজিত স্বতন্ত্র প্রার্থী সামিউল হক লিটনের সমর্থক হাবিবুর রহমানের মালিকানাধীন হোটেলে বিজয়ী আওয়ামী লীগ প্রার্থীর সমর্থকরা হামলা চালিয়ে ভাঙ্গচুর করে।[৯৪] গত ৬ জানুয়ারি বগুড়া-৬ আসনের এক নির্বাচনী সভায় উপনির্বাচনে যারা নৌকা মার্কায় ভোট দেবে না তাদের কেন্দ্রে যেতে মানা করে বগুড়া সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহাফুজুল ইসলাম।[৯৫] উপনির্বাচনে বগুড়া-৬ এবং বগুড়া-৪ আসনে নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রে সাংবাদিকদের উপস্থিতি কম রাখার নির্দেশনা দেয় নির্বাচন কমিশন।[৯৬] বগুড়া-৬ আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে ১৪৩টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ১৩৫টি ভোটকেন্দ্র থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের এজেন্টদের বের করে দিয়ে কেন্দ্র দখলের অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৯৭]

---

[৮৫] প্রথম আলো, ৪ জানুয়ারি ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/rk0f3sgwjo

[৮৬] প্রথম আলো, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩: https://www.prothomalo.com/politics/06z2va0r2n, সমকাল ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://samakal.com/lifestyle/article/2302154502/

[৮৭] প্রথম আলো, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=220ed2507e&imageview=1&epedate=02/02/2023

[৮৮] সমকাল, ২৯ জানুয়ারি ২০২৩; https://samakal.com/food/article/2301153904/

[৮৯] সমকাল, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://samakal.com/lifestyle/article/2302154502/

[৯০] প্রথম আলো, ২৯ জানুয়ারি ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/cbuzjww4rv

[৯১] প্রথম আলো, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://www.prothomalo.com/politics/81mv05h6td

[৯২] প্রথম আলো, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=126d1199b4&imageview=1&epedate=01/02/2023

[৯৩] প্রথম আলো, ৩০ জানুয়ারি ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/v1zjone2td

[৯৪] মানবজমিন, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://mzamin.com/news.php?news=41217

[৯৫] সমকাল, ২৩ জানুয়ারি ২০২৩; https://samakal.com/whole-country/article/2301152817/

[৯৬] নয়াদিগন্ত, ৩০ জানুয়ারি ২০২৩; https://www.dailynayadiganta.com/more-news/724103/

[৯৭] প্রথম আলো, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=220ed2507e&imageview=1&epedate=02/02/2023

সরাইলে আলীনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে গোপন কক্ষে ভোটার ছাড়াও অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিদের উপস্থিতি দেখা গেছে। ছবি: প্রথম আলো, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

৪২. গত ১৬ মার্চ স্থানীয় সরকারের শতাধিক পদে ভোটগ্রহণ প্রিসাইডিং কর্মকর্তাকে অবরুদ্ধ, কেন্দ্রে হাতবোমা বিস্ফোরণ-গুলি, ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন বাইরে নিয়ে যাওয়াসহ বিভিন্ন অনিয়মের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি ছিল কম। চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদের উপ নির্বাচনে জ্যৈষ্ঠপুরা রমণী মোহন উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রের ইলেকট্রিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) স্থানীয় যুবলীগ নেতা নির্মলেন্দু দে সুমন ভোটকেন্দ্রের বাইরে নিয়ে যায়। এছাড়া দরবার দীঘিরপাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রটি যুবলীগ নেতা শাহাদাত ও মসজিদবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রটি ইউনিয়ন ছাত্রলীগ সভাপতি ইউনুছ আজম খোকন দখল করে রাখে। সিলেট সদর উপজেলার বিমানবন্দর এলাকার খাদিমপুর ইউনিয়ন পরিষদ কেন্দ্রে গুলিবর্ষণ করে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা।[৯৮]

চট্টগ্রামের বোয়ালখালীর জ্যৈষ্ঠপুর রমণী মোহন উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রের ইভিএম বাইরে নিয়ে যায় যুবলীগ নেতা নির্মলেন্দু দে। ছবি: প্রথম আলো, ১৭ মার্চ ২০২৩

দুর্নীতি দমন কমিশন

৪৩. ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মী ও সরকার সমর্থক বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার ব্যক্তি এবং সরকারি কর্মকর্তা[৯৯]-কর্মচারীদের[১০০] বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। অবৈধভাবে উপার্জিত এই সমস্ত অর্থের অধিকাংশই বিদেশে পাচার করা হয়েছে[১০১] এবং বিদেশে বাড়ি কেনা হয়েছে।[১০২] ক্ষমতাসীনদলের কেন্দ্রীয়

[৯৮] প্রথম আলো, ১৭ মার্চ ২০২৩; https://samakal.com/bangladesh/article/2303162654/
[৯৯] সমকাল, ৩১ জানুয়ারি ২০২৩; https://samakal.com/bangladesh/article/2301154142/
[১০০] সমকাল, ২ মার্চ ২০২৩; https://samakal.com/whole-country/article/2303159844/
[১০১] যুগান্তর, ১৬ জানুয়ারি ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/635338/
[১০২] প্রথম আলো, ১৪ জানুয়ারি ২০২৩; https://www.prothomalo.com/politics/qfkryulc4h

কমিটির প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক এবং সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আবদুস সোবহান মিয়া গোলাপ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ৪০ লাখ ডলার ব্যয়ে একাধিক বাড়ি কিনেছেন বলে অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক 'অর্গানাইজড ক্রাইম অ্যান্ড করাপশন রিপোর্টিং প্রজেক্ট' বা ওসিসিআরপি তাদের ওয়েবসাইটে আপলোড করা একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে।[১০৩] অন্যদিকে ১৩ বছর ধরে ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালনকারী তাকসিম এ খান অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত টাকায় যুক্তরাষ্ট্রে ১৪টি বাড়ি কিনেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[১০৪]

৪৪. বর্তমান সরকারের সংসদ সদস্য, প্রভাবশালী রাজনীতিক এবং আমলাদের দুর্নীতির ব্যাপারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) অনুসন্ধান করলেও এইসব ঘটনায় বেশীর ভাগ অভিযুক্তই দায়মুক্তি পেয়ে যাচ্ছে। একজন ক্ষমতাসীনদলের নেতাকে দুদকের মামলা থেকে রক্ষা করার জন্য একজন সংসদ সদস্য ভূমিকা রেখেছেন বলে প্রকাশ্য সভায় তিনি বলেছেন। গত ৪ জানুয়ারি কুমিল্লার চান্দিনা পৌরসভার সাবেক মেয়র মফিজুল ইসলামের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ দুদক থেকে ছিঁড়ে ফেলার কথা বলেছেন কুমিল্লা-৭ আসনের সংসদ সদস্য প্রাণ গোপাল দত্ত।[১০৫] অন্যদিকে বিরোধীদল বিএনপি'র শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অনুসন্ধান ও মামলা দায়েরসহ আইনি প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে এই কমিশন।

রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও দায়মুক্তি

৪৫. বর্তমান সরকারের সময়ে নাগরিকদের ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন চরম আকার ধারণ করেছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, সরকারের সমালোচক ও ভিন্নমতাবলম্বীদের দমন করার কাজে এবং নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদলের প্রার্থীকে জিতিয়ে আনার জন্য সরকার আইন-প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের ব্যবহার করছে। প্রশাসনকে এমনভাবে দলীয়করণ করা হয়েছে, যে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হয়েও চাকরির বিধিমালা লঙ্ঘন করে সরকারি কর্মকর্তারা ক্ষমতাসীনদলের রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছে। ফলে রাষ্ট্র, সরকার এবং ক্ষমতাসীনদল সবকিছু একাকার হয়ে গেছে। এই কারণে তাদের বিরুদ্ধে নিপীড়ন ও দুর্বৃত্তায়নের অভিযোগ থাকলেও তারা সরকারের আনুকূল্যে দায়মুক্তি ভোগ করছে। গত ১১ ফেব্রুয়ারি রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলায় আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন যুবলীগের সম্মেলনে অতিথি মঞ্চে বাঘাইছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহাদাৎ হোসেন উপস্থিত ছিলেন।[১০৬]

রাঙামাটির বাঘাইছড়িতে উপজেলা যুবলীগের সম্মেলনে অতিথি মঞ্চে বাঘাইছড়ি থনার ওসি। ছবি: সমকাল, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

---

[103] https://www.occrp.org/en/investigations/bangladeshi-politician-close-to-prime-minister-hasina-secretly-owns-over-4-million-in-new-york-real-estate

[১০৪] সমকাল, ৯ জানুয়ারি ২০২৩; https://samakal.com/bangladesh/article/2301150299/

[১০৫] মানবজমিন, ১০ জানুয়ারি ২০২৩; https://mzamin.com/news.php?news=37679

[১০৬] সমকাল, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://samakal.com/whole-country/article/2302156541/

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের জবাবদিহিতার অভাব নির্যাতন ও মর্যাদাহানিকর আচরণ

৪৬. জবাবদিহিতার অভাব এবং দায়মুক্তির কারণে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা বেপরোয়া আচরণ করে চলেছে। এই সময় সরকার বিরোধী আন্দোলনকে দমন করার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা বিরোধীদলের নেতাকর্মী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের গ্রেফতার করে তাঁদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে। এমনকি হেফাজতে নির্যাতনের পর মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ২০২৩ সালের ১০ জানুয়ারি পুলিশের নির্যাতনের শিকার মোহাম্মদ ওয়াদুদ খন্দকার ঢাকার সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। ২০২২ সালের ১০ ডিসেম্বর বিএনপির সমাবেশকে কেন্দ্র করে পুলিশ নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দরে বিএনপির সঙ্গে যুক্ত মাসুদ রানা ও জাহিদ খন্দকারকে গ্রেফতার করতে তাঁদের বাড়িতে যায়। তাঁদের না পেয়ে পুলিশ তাঁদের ভাই মুদি দোকানী মোহাম্মদ ওয়াদুদকে (রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন) আটক করে থানায় নিয়ে তাঁর ওপর নির্যাতন করে। নারায়ণগঞ্জ কারাগারে আটক থাকা অবস্থায় নির্যাতনের কারণে ওয়াদুদের পায়ে পচন ধরলে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। গত ২ জানুয়ারি ওয়াদুদ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ থেকে জামিন পেয়ে কারাগার থেকে বেরুনোর পর গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ঢাকা সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হলে পরে সেখানে তিনি মারা যান।[১০৭]

৪৭. বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের ওপর দমন-পীড়নের পাশাপাশি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে সাধারণ নাগরিকদের ওপর নির্যাতন[১০৮], ছিনতাই[১০৯], ঘুষ গ্রহণ[১১০], ক্রসফায়ারে হত্যার ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়[১১১], মূল অভিযুক্তের পরিবর্তে নিরাপরাধ নাগরিককে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো[১১২], বয়স বাড়িয়ে শিশুকে মামলার আসামী করা[১১৩], হয়রানি ও আটক বাণিজ্যসহ[১১৪] বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ এর যথাযথ প্রয়োগ না থাকায় এবং দায়মুক্তির কারণে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে।

অভিযুক্তের সঙ্গে নামের মিল থাকায় গ্রেফতার হওয়া নাজিম উদ্দিন। ছবি: প্রথম আলো, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

[১০৭] যুগান্তর, ১২ জানুয়ারি ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/634180/
[১০৮] সমকাল, ১৯ মার্চ ২০২২; https://samakal.com/whole-country/article/2303163126/
[১০৯] সমকাল, ১১ মার্চ ২০২৩; https://samakal.com/whole-country/article/2303161469
[১১০] যুগান্তর, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/643181/
[১১১] যুগান্তর, ১৫ মার্চ ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/654697/
[১১২] প্রথম আলো, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/zx1bo5ycdu
[১১৩] প্রথম আলো, ১৭ জানুয়ারি ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/o1hapv9hr0
[১১৪] প্রথম আলো, ২০ জানুয়ারি; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/lg5n8u1cbt

হবিগঞ্জের আদালত প্রাঙ্গণে অভিভাবকের সঙ্গে বয়স বাড়িয়ে অভিযুক্ত তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ুয়া শিশু ও তার ফুফাতো ভাই। ছবি: প্রথম আলো, ১৭ জানুয়ারি ২০২৩

৪৮. গত ১৭ জানুয়ারি গাজীপুর জেলার বাসন থানা হেফাজতে মোহাম্মদ রবিউল নামে এক সুতা ব্যবসায়ীকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। রবিউলের ভাতিজা আশরাফুল ইসলাম জানান, ১৪ জানুয়ারি রাত আনুমানিক ২টায় গ্রেফতারী পরোয়ানা ছাড়াই তাঁর চাচা রবিউলকে বাসন থানার পুলিশের এএসআই মাহবুব হোসেন ও নুরুল ইসলাম আটক করে নিয়ে যায়। পরে তাঁকে ছেড়ে দেয়া হবে বলে রবিউলের পরিবারের কাছে টাকা দাবী করে পুলিশ। ৩০ হাজার টাকা দেয়া হলে পুলিশ জানায় ৫ লাখ টাকা না দিলে রবিউলকে ছাড়া হবে না। ১৭ জানুয়ারি রাত ৯টায় বাসন থানার এএসআই মাহবুব হোসেন বাসায় এসে তাঁদের থানায় যেতে বলে এবং জানায় রবিউলকে ছেড়ে দেয়া হবে। পরে আশরাফুল তাঁর চাচিসহ থানায় গেলে পুলিশ একটি সাদা কাগজে স্বাক্ষর নিয়ে বলে, আপনারা চলে যান রবিউলকে ছেড়ে দেয়া হবে। কিছুক্ষণ পর থানা থেকে বলা হয়, রবিউলকে ছাড়ার পর বাসায় যাওয়ার পথে তিনি সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। রবিউলের পরিবার অভিযোগ করেছে, চাহিদামত টাকা না দেয়ায় পুলিশ রবিউলকে নির্যাতন করে হত্যা করেছে। এই ঘটনায় উত্তেজিত জনতা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। এই সময় বিক্ষুব্ধ জনতা পুলিশ বক্স ভাঙচুর এবং দুইটি মোটরসাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেয়।[১১৫] এই ঘটনায় পুলিশ বিএনপি এবং জামায়াতের ১০ নেতা-কর্মীসহ অজ্ঞাত ৩০০ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে।[১১৬]

৪৯. গত ২২ মার্চ চন্ডিপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিসের অফিস সহকারী সুলতানা জেসমিন (৪৫)কে র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটিলিয়ন (র‍্যাব)-৫ এর সদস্যরা আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে নওগাঁ শহরের মুক্তির মোড় থেকে আটক করে একটি মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যায়।[১১৭] ওই দিনই র‍্যাব হেফাজতে সুলতানা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে নওগাঁ সরকারি হাসপাতালে এবং পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ২৩ মার্চ সুলতানা জেসমিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাবস্থায় তাঁর বিরুদ্ধে রাজপাড়া থানায় রাজশাহী বিভাগের স্থানীয় সরকার পরিচালক (যুগ্ম সচিব) এনামুল হক বাদী হয়ে নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করে।[১১৮] এই মামলার বাদীর বক্তব্য ও এজাহারে দেয়া তথ্যে ব্যাপক গরমিল ও অসংগতি পাওয়া গেছে।[১১৯] গত ২৪ মার্চ সুলতানা জেসমিন রাহশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (রামেক) এর

[১১৫] যুগান্তর, ১৯ জানুয়ারি ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/city/636395/
[১১৬] যুগান্তর, ২২ জানুয়ারি ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/637294/
[১১৭] সমকাল, ২৮ মার্চ ২০২৩; https://samakal.com/whole-country/article/2303164577/
[১১৮] সমকাল, ২৮ মার্চ ২০২৩; https://samakal.com/whole-country/article/2303164577/
[১১৯] যুগান্তর, ২৯ মার্চ ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/659593/

পরিচালক বিগ্রেডিয়ার জেনারেল এফএম শামীম আহমেদ বলেন, হাসপাতালে ভর্তির সময় সুলতানা জেসমিনের মাথার ডান পাশে আঘাতের চিহ্ন ছিল।[১২০] সুলতানা জেসমিনের ছেলে শাহেদ হোসেন সৈকত অভিযোগ করেন, তাঁর মা চক্রান্তের শিকার হয়েছেন। র‍্যাবের হেফাজতে থাকাবস্থায় তাঁর ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে। যার কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।[১২১] রামেক হাসপাতালে ভর্তির সময় র‍্যাব বলেছে, জিজ্ঞাসাবাদের সময় সুলতানা জেসমিন পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছেন। কিন্তু সুলতানা জেসমিনের মাথায় আঘাত থাকা নিয়ে রামেক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য সঠিক নয় বলে দাবি করে র‍্যাব।[১২২] সুলতানা জেসমিনের ময়নাতদন্তকারী দলের প্রধান রামেক এর ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. কফিলউদ্দিন বলেন, সুলতানা জেসমিনের মস্তিস্কে মাল্টিপল ইনজুরি বা হেমারেজ হয়। গুরুতর আঘাতজনিত কারণে রক্তক্ষরণ হলেই মালটিপল ইনজুরি হয় মস্তিস্কে।[১২৩] সুলতানার লাশের সুরতাহাল প্রতিবেদনের সঙ্গে ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসকের তথ্যের মিল পাওয়া যায়নি। ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক সুলতানার কপালের বাঁ পাশে আঘাতের চিহ্ন পাওয়ার কথা বলেন। কিন্তু সুরতহাল প্রতিবেদনে মাথায় আঘাতের কথা উল্লেখ করেননি নির্বাহী ম্যজিস্ট্রেট জেসমিন আক্তার।[১২৪] সুলতানাকে র‍্যাবের নির্দেশে তড়িঘড়ি করে দাফন করা হয়েছে এবং দাফনের সময় র‍্যাব সদস্যরা আশে পাশে অবস্থান নেয় বলে স্বজনরা অভিযোগ করেছেন।[১২৫] গত ২৮ মার্চ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি আহমেদ সোহেলের দ্বৈত বেঞ্চ একটি রিটের শুনানীকালে সুলতানা জেসমিনের বিরুদ্ধে মামলা না থাকার পরও কোন ক্ষমতাবলে র‍্যাব তাঁকে তুলে নিয়েছিল এবং আটকের পর থেকে সুলতানাকে থানা কিংবা কার্যালয়ে নিয়ে র‍্যাব জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল কিনা এবং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত র‍্যাবের আচরণ আইনসিদ্ধ ছিল কিনা জানতে চান।[১২৬]

সুলতানা জেসমিন। ছবি: সমকাল, ২৯ মার্চ ২০২৩

গুম

৫০. গুম বাংলাদেশে এক ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তিরাই বেশি গুমের শিকার হচ্ছেন বলে জানা গেছে। কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া কোন কোন ব্যক্তিকে জেল গেট থেকেও পুনরায় তুলে নিয়ে গুম করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা প্রতিনিয়ত গুমের ঘটনাগুলো অস্বীকার করলেও প্রতিটি গুমের ঘটনার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলোর জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে এর প্রমাণও পাওয়া গেছে।[১২৭] গুম করে রাখার সময় গুমের শিকার ব্যক্তিকে

---

[১২০] যুগান্তর, ২৯ মার্চ ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/659593/
[১২১] যুগান্তর, ২৭ মার্চ ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/659041/
[১২২] সমকাল, ২৮ মার্চ ২০২৩; https://samakal.com/whole-country/article/2303164577/
[১২৩] যুগান্তর, ২৯ মার্চ ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/659593/
[১২৪] সমকাল, ২৯ মার্চ ২০২৩; https://samakal.com/bangladesh/article/2303164736/
[১২৫] সমকাল, ২৮ মার্চ ২০২৩; https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2023-03-28/1/9769/detail
[১২৬] সমকাল, ২৯ মার্চ ২০২৩; https://samakal.com/bangladesh/article/2303164736/
[১২৭] গুম হয়ে যাওয়া সাতক্ষীরার মোখলেছুর রহমান জনির স্ত্রী জেসমিন নাহার রেশমা ২০১৭ সালের ২ মার্চ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে তার স্বামীকে ফিরে পাওয়ার জন্য একটি রিট পিটিশন (পিটিশন নং-২৮৩৩/২০১৭) দায়ের করেন। এই রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৬ মে সুপ্রিম কোর্টের

নির্যাতন করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গুমের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারণার ফলে বর্তমানে একেবারে গুম করা বা গুম করার পর দীর্ঘ বছর ধরে অজ্ঞাত স্থানে আটকে রাখার প্রবণতা কমে এসেছে।

৫১. ***অধিকার এর*** **তথ্য মতে জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়ে ০৮ জনকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে তাঁদের গুম হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। ০১ জন র‌্যাব, ০১ জন পুলিশ, ০৩ জন ডিবি পুলিশ এবং ০৩ জন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ধরে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে ০৭ জন ফেরত এসেছেন এবং ০১ জনের তথ্য জানা যায়নি।**

৫২. গত ২৫ জানুয়ারি ঢাকার বনানী এলাকা থেকে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাকরিজীবী ও জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত আবদুর রাফঈকে গোয়েন্দা পুলিশের সদস্য পরিচয়ে কিছু লোক একটি সাদা মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যায়। রাফঈ এর স্ত্রী হাজেরা খাতুন বলেন, স্বামীর খোঁজে তিনি বনানী থানায় সাধারণ ডায়েরী করতে গেলে পুলিশ তা নেয়নি। পরে মিন্টু রোডে গোয়েন্দা কার্যালয়ে খোঁজ করলে তারা তাঁর স্বামীকে আটক করেনি বলে জানান।[১২৮] গত ৩০ জানুয়ারি পুলিশ তাঁকে হাতিরঝিল থানায় করা একটি মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে হাজির করে। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ থেকে জামিন পেয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বের হওয়ার সময় কারাগারের গেট থেকে গোয়েন্দা পুলিশ তাঁকে তুলে নিয়ে যায়। গত ২ মার্চ গোয়েন্দা পুলিশ আবদুর রাফঈকে বনানী থানায় করা মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে পাঠায়। আদালতে পাঠানোর আগে দুই দিন আবদুর রাফঈর কোন খবর পাননি তাঁর পরিবার।[১২৯]

৫৩. গত ২২ জানুয়ারি ঢাকার মগবাজার এলাকা থেকে একটি বেসরকারি হাসপাতালের চাকরিজীবী আবু হোসাইন রাজনকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয়ে কিছু লোক তুলে নিয়ে যায়। রাজনের পরিবার ঢাকার বিভিন্ন থানায় যোগাযোগ করলে তারা রাজনকে আটকের বিষয়টি অস্বীকার করে। গত ২৯ জানুয়ারি মানবজমিন পত্রিকায় প্রকাশিত একটি ছবিতে দেখা যায় যে, রাজন সেই সময় হাতিরঝিল থানা হাজতে আটক ছিলেন। রাজনের স্ত্রী শামীমা সুলতানা জানান, রাজন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে লেখালেখি করতেন।[১৩০] তুলে নেয়ার ৭ দিন পর ২৯ জানুয়ারি রাজনকে ২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর পুলিশ ও জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় হাতিরঝিল থানায় দায়ের করা একটি মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে পাঠায়।[১৩১] আদালত প্রাঙ্গনে রাজন তাঁর পরিবারের সদস্যদের জানান, আটক থাকাবস্থায় তাঁকে প্রত্যেকদিন হাতিরঝিল থানা থেকে গোয়েন্দা পুলিশ কার্যালয়ে নেয়া হতো এবং তাঁর ওপর নির্যাতন চালাতো পুলিশ। পুলিশ তাঁর পা এবং শরীরের পেছনে পিটিয়েছে।[১৩২]

হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি কাজী রেজা-উল হক ও বিচারপতি মোহাম্মদ উল্লাহর সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ মোখলেছুর রহমান জনির ব্যাপারে ৩ জুলাইয়ের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সাতক্ষীরার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দেন। সাতক্ষীরা জেলার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুল্লাহ মাহমুদ ৪ জুলাই ২০১৭ একটি তদন্ত প্রতিবেদন হাইকোর্টে দাখিল করেন যেখানে বলা হয়েছে যে, সাতক্ষীরা পুলিশের এসপি মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন এবং সাতক্ষীরা সদর থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইমদাদুল হক শেখ ও সাবেক এসআই হিমেল হোসেন মোখলেছুর রহমান জনি নামে একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে গ্রেফতার করার পর তাঁকে গুম করার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তদন্ত প্রতিবেদনে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইমদাদুল হক শেখ ও এসআই হিমেল হোসেন সরাসরি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন বলে উল্লেখ আছে। আরেকটি ঘটনার ক্ষেত্রে নারায়ণগঞ্জে ৭ ব্যক্তিকে গুম করার পর হত্যা করার অপরাধে ২০১৭ সালের ১৬ জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ সৈয়দ এনায়েত হোসেন এক রায়ে র‌্যাব-১১ এর অধিনায়ক লে.কর্নেল (অব.) তারেক সাইদসহ ১৬ জন র‌্যাব কর্মকর্তা ও সদস্যসহ ২৬ জন অভিযুক্তকে ফাঁসির আদেশ দেন। (https://www.jugantor.com/news-archive/first-page/2017/01/17/93821/)

[১২৮] প্রথম আলো, ২৮ জানুয়ারি ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/ey03f08j84

[১২৯] অধিকার এর সংগ্রহকৃত তথ্য।

[১৩০] মানবজমিন, ২৯ জানুয়ারি ২০২৩; https://mzamin.com/news.php?news=40508

[১৩১] নিউ এজ ৩০ জানুয়ারি ২০২৩; https://www.newagebd.net/article/193064/ibn-sina-exec-held-at-police-station-for-nearly-a-week-family

[১৩২] ডেইলি স্টার, ৩০ জানুয়ারি ২০২৩; https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/lawyer-tortured-sent-jail-3233851

হাতিরঝিল থানা হাজতে আটক আবু হোসাইন রাজন। ছবি: মানবজমিন, ২৯ জানুয়ারি ২০২৩

৫৪. গত ২ ফেব্রুয়ারি যশোরের পল্লী চিকিৎসক সেলিম হোসেনকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পরিচয়ে একদল লোক গাজীর বাজারে তাঁর চেম্বার থেকে আটক করে একটি সাদা রঙের মাইক্রোবাসে করে তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সেলিমের পরিবার জানায়, তাঁরা ঘটনার পর যশোর পুলিশ-ডিবি, র‍্যাব এবং পিবিআইয়ের কাছে সেলিমের খোঁজ করেছেন। কিন্তু কেউই সেলিমের আটকের বিষয়টি স্বীকার করেনি।[১৩৩] সেলিম হোসেনের স্ত্রী তানিশা আক্তার নাজমা *অধিকার এর* হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডারস নেটওয়ার্ককে জানান, তাঁদের এক আত্মীয় পুলিশের সাবেক ডিআইজি। তিনি সেলিমের বিষয়ে খোঁজ খবর করে তাঁদের জানান গত ১২ ফেব্রুয়ারি সেলিমের নামে সন্ত্রাস দমন আইনে খিলগাঁও থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। তাঁরা খিলগাঁও থানায় খোঁজ নিতে গেলে থানা কর্তৃপক্ষ জানায় মামলা হয়েছে ঠিকই কিন্তু সেলিম হোসেন তাদের হেফাজতে নেই। সেলিমকে থানা কর্তৃপক্ষ পলাতক দেখিয়েছে। পরে তাঁরা জানতে পারেন সেলিম র‍্যাব-৩ এর হেফাজতে আছে। তবে র‍্যাব-৩ তা অস্বীকার করে। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকার আদালত থেকে এডভোকেট আবদুল্লাহ আল মামুন নামে একজন আইনজীবী তাঁকে ফোন করে জানান তাঁর স্বামীকে খিলগাঁও থানায় করা একটি মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে পুলিশ আদালতে হাজির করেছে।[১৩৪]

৫৫. গত ১৯ ফেব্রুয়ারি লালমনিরহাট জেলা ও দায়রা জজ মেহেদী হাসান ও জামাল উদ্দিন নামে দুই ব্যক্তিকে সন্ত্রাস বিরোধী আইনে দায়ের করা একটি মামলায় খালাস দেন। গত ২১ ফেব্রুয়ারি মেহেদি এবং জামাল লালমনিরহাট জেলা কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ৮/৯ জন সাদা পোশাকধারী ব্যক্তি একটি কালো কাঁচের সাদা মাইক্রোবাসে তাঁদের তুলে নিয়ে যায়। মেহেদীর বাবা আব্দুল লতিফ জানান, পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করলে তিনি এই ব্যাপারে কিছু জানেন না বলে জানান।[১৩৫] উভয় যুবকের পরিবারের সদস্যরা জানায়, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা তাঁদের দুইজনকে ঢাকা নিয়ে যায় এবং জিজ্ঞাসাবাদ করে। ২৪ ফেব্রুয়ারি ১১.৩০ টায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা মেহেদী হাসান ও জামাল উদ্দিনকে ঢাকায় তাঁদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে।[১৩৬]

৫৬. গত ১৩ মার্চ রাত আনুমানিক ১০টায় সরকারের সাবেক কর্মকর্তা এবং মহাকাশ বিজ্ঞানী ফজলুল হক (৭০) কে ঢাকার মোহাম্মদপুর বাইতুল হারাম মসজিদ এলাকা থেকে গোয়েন্দা পুলিশ পরিচয়ে কয়েক ব্যক্তি একটি সাদা মাইক্রেবাসে তুলে নিয়ে যায়। ফজলুল হকের স্ত্রী মাকসুদা বেগম জানান, স্থানীয় থানা ও গোয়েন্দা

---

[১৩৩] সমকাল, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://samakal.com/whole-country/article/2302155631/

[১৩৪] অধিকার এর সাথে সংশ্লিষ্ট যশোরের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[১৩৫] সমকাল, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://samakal.com/rangpur/article/2302158823/

[136] ডেইলি স্টার, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/two-youths-who-were-picked-return-home-3257401

অফিসসহ বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ নিলেও কেউই তাঁর স্বামীকে আটকের বিষয়টি স্বীকার করেননি।[১৩৭] গত **১৬** মার্চ ফজলুল হককে মোহাম্মদপুর থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে দায়ের করা একটি মামলায় গ্রেফতার দেখেয়িছে পুলিশ। ফজলুল হকের স্ত্রী মাকসুদা বেগম জানান, পুলিশ তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে **১৫** মার্চ মোহাম্মদপুর এলাকায় জামায়াতে ইসলামীর একটি বৈঠকে নাশকতার পরিকল্পনা করছিলেন বলে অভিযোগ এনেছে। অথচ তাঁকে উঠিয়ে নেয়া হয় **১৩** মার্চ।[১৩৮]

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

৫৭. ২০২১ সালের ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার লঙ্ঘনের গুরুতর অভিযোগে র‍্যাব এবং এর ৭ জন সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অনেকাংশে কমে আসলেও তা অব্যাহত আছে।

৫৮. গত **১৭** মার্চ গভীর রাতে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও উপজেলার বরদাগাঁও এলাকায় সেলিম নামে খুনের মামলায় একজন সন্দেভাজন আসামীকে পরিচয় গোপন করে গ্রেফতার করতে যায় র‍্যাব-**১১** এর একটি দল। এই সময় স্থানীয় লোকজন তাঁদের পরিচয় জানতে চাইলে তারা পরিচয় না দেয়ায় তাঁদেরকে ডাকাত বলে সন্দেহ করে এবং জাতীয় জরুরি সেবাতে ফোন করে পুলিশের সাহায্য চায়। এরপর স্থানীয় লোকজন 'ডাকাত ডাকাত' বলে চিৎকার শুরু করলে বরদাগাঁও গ্রামের আরও লোকজন এগিয়ে আসে। তখন সাদা পোশাকে থাকা ব্যক্তিরা নিজেদের র‍্যাব সদস্য বলে পরিচয় দেয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, স্থানীয় লোকজন 'ডাকাত ডাকাত' বলে চিৎকার শুরু করার পর র‍্যাব সদস্যরা গুলি ছোঁড়ে। পরে এই ঘটনার ব্যাপারে পাওয়া একটি ভিডিওতে এই সময়ে ছোঁড়া **১৮**টি গুলির শব্দ শোনা যায়। এই ঘটনার সময় আবুল কাশেম (৬৫) গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। এরপর গভীর রাত পর্যন্ত র‍্যাব সদস্যরা বরদাগাঁ গ্রামে অবস্থান করে এবং বিভিন্ন বাড়িঘরে তল্লাশি চালায়। পরে তারা ২০ জনকে আটক করে নিয়ে যায়।[১৩৯] এই ঘটনায় **২১** জনের নামসহ ৭০ থেকে ৮০ জনকে অজ্ঞাত আসামী করে মামলা দায়ের করেছে র‍্যাব। এই মামলায় নিহত আবুল কাশেমের ছেলে নজরুল ইসলাম (৪০), ভাতিজা হযরত আলী (৩৬), জাহাঙ্গির হোসেন (৪২), আমানউল্লাহ (৩৮) এবং নাতি রুবেল (৩১) কে র‍্যাব গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠায়।[১৪০]

৫৯.**জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত ০৫ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখিত বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার ব্যক্তিদের মধ্যে ০২ জন পুলিশ, ০২ জন র‍্যাব, ০১ জন বিজিবির হাতে নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার ০৫ জনের মধ্যে ০২ জন ক্রসফায়ার/বন্দুকযুদ্ধ, ০২ জন নির্যাতনে এবং ০১ জন গুলিতে নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।**

'ইসলামী জঙ্গি' দমনের নামে রাষ্ট্রীয়বাহিনীর মানবাধিকার লঙ্ঘন

৬০.তথাকথিত সন্ত্রাস দমনের নামে দেশে যে কোন নাগরিককে 'ইসলামি জঙ্গি' তকমা দেয়ার এবং তাঁদের ওপর রাষ্ট্রীয় বাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। রাষ্ট্রীয় বাহিনীর এই নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন সাধারণ খেটে খাওয়া গরীব মানুষ। জঙ্গি না হয়েও এই সমস্ত সাধারণ মানুষ জঙ্গি থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন বলে দাবি করছে রাষ্ট্রীয় বাহিনী।

---

[১৩৭] নয়াদিগন্ত, ১৬ মার্চ ২০২৩; https://www.dailynayadiganta.com/more-news/734584/

[১৩৮] প্রথম আলো, ১৮ মার্চ ২০২৩; https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=183e0e6a525&imageview=1&epedate=18/03/2023

[১৩৯] প্রথম আলো, ১৯ মার্চ ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/z25bjcx7vz

[১৪০] সমকাল, ২০ মার্চ ২০২৩; https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2023-03-20/16/6800, ডেইলি স্টার, ২০ মার্চ ২০২৩; https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/narayanganj-rab-raid-they-showed-no-ids-half-hour-passed-3275466

৬১.গত ১৬ মার্চ রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের বেলপুর থানার অভিযুক্ত ও জামিনপ্রাপ্ত ৩৩ জন 'জঙ্গি' স্বাভাবিক জীবনে ফিরেছে বলে দাবি করেছে পুলিশ। তবে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এই বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন অভিযুক্তরা। তাঁদের দাবি, তাঁরা সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। বিভিন্ন সময় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তাঁদের আটক রেখে মিথ্যা স্বীকারোক্তি নিয়েছে। জঙ্গিবাদের সঙ্গে জড়িত বলে মিথ্যা মামলা দিয়েছে। এঁদের একজন হায়াতুল্লাহ, পেশায় রড মিস্ত্রী। হায়াতুল্লাহ জানান, তাঁকে রাস্তা থেকে পুলিশ জোর করে গাড়ীতে তুলে নিয়ে যায় এবং তাঁকে আটক রেখে নির্যাতন করা হয়। এরপর তাঁকে জিহাদি বইসহ ধরা হয়েছে বলে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে পুলিশ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন নলকূপ মিস্ত্রি জানান তাঁকে দিয়ে কাজ করানো হবে বলে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর তাঁকে জোর করে গাড়ীতে তুলে নিয়ে যায় এবং সাত দিন আটক করে নির্যাতন করে। পরে তাঁকে হলিদাগাছি এলাকায় নিয়ে দুটা জিহাদি বই ও একটা পিস্তল দিয়ে গ্রেফতার দেখায়। আরেকজন ওষুধ বিক্রেতা বলেন, তিনি আসরের নামাজ পরে মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর তাঁকে আটক করা হয়।[১৪১]

রাজশাহী আদালতে হাজিরা দেয়া ৩৩ আসামি। ছবি: বাংলা ট্রিবিউন, ১৬ মার্চ ২০২৩

কারাগারে মানবাধিকার লঙ্ঘন

৬২.আন্দোলনরত বিরোধী রাজনৈতিক দলকে কর্তৃত্ববাদী সরকার দমন-পীড়ন করতে মিথ্যা ও গায়েবী মামলা দিয়ে নেতাকর্মীদেরকে গ্রেফতার করছে এবং অনেক সাধারণ মানুষকেও কোন প্রমাণ ছাড়াই কারাগারে বন্দি করে রাখছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ফলে কারাগারগুলোতে ধারণক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি বন্দি থাকছে। কারাবন্দিদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া কারাগারগুলোতে বন্দিদের জন্য সরবরাহকৃত খাবারের মান নিম্নমানের বলে অভিযোগ রয়েছে। সামর্থবান বন্দিরা কারাগারের ভেতরে স্থাপিত ক্যান্টিন থেকে খাবার কিনে খেতে পারলেও অধিকাংশ বন্দি অস্বচ্ছল হওয়ায় তাঁদের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। বাধ্য হয়ে তাঁদের এই নিম্নমানের খাবার খেতে হয়। যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে খাবারের মান ও ক্যান্টিন বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে দুর্নীতির বিষয়ে সম্প্রতি দুদকের একটি টিম অনুসন্ধান চালায়। দুদকের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে দেখা যায়, ১৩০০ বন্দির মধ্যে মাত্র ৩০০-৪০০ জন বন্দি ক্যান্টিন থেকে খাবার কিনে খেতে পারেন। কিন্তু কারাকর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত এই সমস্ত ক্যান্টিনের খাবারের দামও বাইরের তুলনায় দ্বিগুণ বা তিনগুণ। ফলে ক্যান্টিন থেকে মোটা অংকের টাকা লাভ করে কারা কর্মকর্তারা। অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, কারা কর্তৃপক্ষ ইচ্ছকৃতভাবে সরকারের পক্ষ থেকে সরবরাহকৃত বিনামূল্যের খাবার নিম্নমানের করে সরবরাহ করে থাকে। যাতে বন্দিরা ক্যান্টিন থেকে খাবার

[১৪১] বাংলা ট্রিবিউন, ১৬ মার্চ ২০২৩; https://www.banglatribune.com/country/rajshahi/790072/

কিনে খেতে বাধ্য হন।[১৪২] খাবার সংক্রান্ত অনিয়ম ও দুর্নীতি ছাড়াও প্রায় সব কারাগারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কারাগারে আটক বন্দিদের ওপর নির্যাতনসহ বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি করার ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে। কাশিমপুর কারাগার-১ এ আমানউল্লাহ (৪৫) নামে এক হাজতীর ওপর নির্যাতন করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। ১৬ মার্চ আমানউল্লাহর স্ত্রী নুসরাত জাহান গাজীপুর জেলা প্রশাসকের কাছে এর প্রতিকার চেয়ে একটি অভিযোগ জমা দেন। নুসরাত জাহান অভিযোগ করেছেন তাঁর স্বামী আমানউল্লাহ ২০২২ সাল থেকে কাশিমপুর কারাগার পার্ট-১ এ বন্দি আছেন। জেলার তরিকুল ইসলাম কারাগারে যোগ দেয়ার পর থেকে কারাগারে ঘুষ বাণিজ্য চরম আকার ধারন করে। তরিকুল ইসলাম নিয়মবহির্ভূতভাবে কারাগারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য তাঁদের কাছ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা দাবি করে। এক পর্যায়ে তাঁর স্বামীর ওপর নির্যাতন চালানো হবে এই ভয়ে নিরুপায় হয়ে তরিকুল ইসলামকে ৫ লক্ষ টাকা দেয়া হয়। এরপর সিনিয়র জেল সুপার শাহজাহান আহমেদ কারাগারে যোগ দেয়ার পর ১০ লক্ষ টাকা দাবি করে। কিন্তু তাঁরা এই টাকা দিতে অপরাগতা প্রকাশ করলে তাঁর স্বামীর ওপর নির্যাতন শুরু হয়। গত ৪ মার্চ জেলার তরিকুল ইসলামের নির্দেশে প্রধান কারারক্ষী তাঁর স্বামীর ওপর নির্যাতন চালায় বলে তিনি জানান।[১৪৩]

৬৩. কারাগারে ইসলামি চরমপন্থী সন্দেহে আটক বন্দিদের প্রতি অমানবিক আচরণ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। গত ৭ জানুয়ারি গাজীপুরের কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে ইসলামি চরমপন্থী সন্দেহে আটক বন্দিরা চাহিদা মতো কম্বল, স্বজনদের সঙ্গে প্রতি সপ্তাহে এক দিন সাক্ষাৎ, ফোনে কথা বলা এবং সেলের বাইরে ঘোরাফেরা করার সুযোগ দাবি করে বিক্ষোভ করেন।[১৪৪] কারাগারগুলোতে চিকিৎসক সংকট রয়েছে এবং বন্দিরা গুরুতর অসুস্থ হলে তাঁকে দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় উন্নত চিকিৎসার জন্য।[১৪৫] ফলে অনেক বন্দির মৃত্যু হচ্ছে।

৬৪. **জানুয়ারি-মার্চ এই তিন মাসে ২৬ জন বন্দি কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন। এর মধ্যে ২৫ জন 'অসুস্থতাজনিত' কারণে মৃত্যুবরণ করেন এবং ০১ জন আত্মহত্যা করেছেন বলে জানা গেছে।**

মৃত্যুদণ্ড ও মানবাধিকার

৬৫. বাংলাদেশে মৃত্যুদণ্ডের বিধান থাকায় প্রতি বছর নিম্ন আদালতে অভিযুক্তদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হচ্ছে। গত ২১ মার্চ মাদারীপুর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ বেগম লায়লাতুল ফেরদৌস রাজীব সরদার নামে এক ব্যক্তিকে হত্যার দায়ে ২৩ ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন।[১৪৬] দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে জমা হওয়া ডেথ রেফারেন্সের তুলনায় নিষ্পত্তির হার খুবই কম। ফলে সারাদেশে বছরের পর বছর অসংখ্য অভিযুক্ত কনডেমড্ সেলে মৃত্যুর প্রহর গুণছেন। বিচারিক আদালতে মৃত্যুদণ্ডাদেশ ঘোষণার পর মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করতে কয়েকটি আবশ্যকীয় আইনগত ধাপ অতিক্রম করতে হয়। কিন্তু বাংলাদেশে বিচারিক আদালতে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার পরই সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নির্জন কনডেমড সেলে বন্দি রাখা হয়।[১৪৭] কনডেমড্ সেলে কারাবন্দি ব্যক্তিটিকে যেকোন সময়ে দণ্ড কার্যকর হওয়ার আশঙ্কায় প্রচণ্ড মানসিক চাপে থাকতে হচ্ছে। গত ২৬ জানুয়ারি গাজীপুর কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কারাগারের কনডেমড্ সেলে নিম্ম আদালতে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী নজরুল ইসলাম (৩০) আত্মহত্যা করেন।[১৪৮] বিচারিক ও প্রশাসনিক ফোরামের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ডদেশ চূড়ান্ত হওয়ার আগে দণ্ডিত আসামীকে কনডেমড সেলে রাখার বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে বিচারিক আদালতে মৃত্যুদণ্ডদেশপ্রাপ্ত হয়ে কনডেমড সেলে থাকা তিন আসামী ২০২১ সালে একটি রিট করলে ২০২২ সালের ৫ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ রুলসহ

[১৪২] যুগান্তর, ১৯ মার্চ ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/656037/
[১৪৩] যুগান্তর, ২৩ মার্চ ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/city/657561/
[১৪৪] যুগান্তর, ৮ জানুয়ারি ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/632788/
[১৪৫] যুগান্তর, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://www.jugantor.com/country-news/649273/
[১৪৬] প্রথম আলো, ২১ মার্চ ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/zgo7lgu8mt
[১৪৭] যুগান্তর, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://www.jugantor.com/national/649517/
[১৪৮] সমকাল, ২৬ জানুয়ারি ২০২৩; https://samakal.com/whole-country/article/2301153421/

আদেশ দেন। একই সঙ্গে কনডেমড্ সেলে থাকা আসামির সংখ্যা ও তাঁদের সুযোগ-সুবিধার তথ্যাদি জানিয়ে আদালতে প্রতিবেদন দিতে কারা মহাপরিদর্শককে নির্দেশ দেন। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি আহমেদ সোহেলের দ্বৈত বেঞ্চে জমা দেয়া প্রতিবেদনে কারাকর্তৃপক্ষ জানান, ২০২২ সালের নভেম্বর পর্যন্ত কনডেমড্ সেলের সংখ্যা ২,৬৫৭ এবং মৃত্যুদণ্ডদেশ প্রাপ্ত মোট বন্দির সংখ্যা ২,১৬২ জন।[১৪৯]

৬৬. ***অধিকার* এর তথ্য মতে গত ২০২৩ সালের জানুয়ারি-মার্চ এই তিন মাসে ৯৩ জনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। এই তিন মাসে ০৩ ব্যক্তির ফাঁসি কার্যকর করা হয়।**

৬৭. ২০২৩ সালের প্রথম তিন মাসে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার তিন ব্যক্তিকে ফাঁসি দিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। এরমধ্যে সাইফুল ইসলাম রফিক এর ৮ জানুয়ারি[১৫০]; শুকুর আলীর ২২ জানুয়ারি[১৫১]; এবং আমিনুল ইসলাম এর ৯ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।[১৫২]

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

৬৮. রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো অকার্যকর হওয়ার কারণে দেশে জবাবদিহিতাহীন ও দায়মুক্তির পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় সামাজিক অস্থিরতা বেড়ে গেছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। ফলে গণপিটুনী দিয়ে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। এই সুযোগে ব্যক্তি স্বার্থে গণপিটুনী দিয়ে মানুষ হত্যার প্রবণতাও তৈরি হয়েছে। এই তিন মাসে গণপিটুনী দিয়ে মানুষ হত্যার ঘটনা ঘটেছে। অধিকাংশই ঘটেছে চোর সন্দেহে।

৬৯. **২০২৩ সালের জানুয়ারি-মার্চ এই তিন মাসে গণপিটুনিতে ১৫ জন নিহত হয়েছেন।**

৭০. গত ১২ জানুয়ারি কুমিল্লার মুরাদনগরে নুরু মিয়া ও ইসমাইল হোসেন নামে দুই যুবককে ডাকাত সন্দেহে[১৫৩], গত ৩ মার্চ কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়াচরে মোটরসাইকেল চোর সন্দেহে রাব্বি মিয়া নামে (১৮) এক কিশোরকে[১৫৪] এবং গত ২৬ মার্চ শেরে বাংলা নগর শিশু হাসপাতাল এলাকায় মোহাম্মদ মামুন মিয়া (৩৫) নামে এক চা বিক্রেতাকে[১৫৫] চোর সন্দেহে গণপিটুনী দিয়ে হত্যা করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা

৭১. বিচারহীনতার সংস্কৃতির কারণে নারীদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন ও সহিংসতা অব্যাহত আছে। ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে নারীদের ধর্ষণসহ বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার অভিযোগ আছে। এই সমস্ত ঘটনার বিচার এবং অপরাধীদের সাজা হওয়ার সংখ্যা খুবই নগণ্য।

ধর্ষণ

৭২. ২০২৩ সালে প্রথম তিন মাসে প্রতিবন্ধী নারীসহ বিভিন্ন বয়সের নারীরা ধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ক্ষমতাসীনদলের নেতা[১৫৬] এবং পুলিশের[১৫৭] বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ রয়েছে।

---

[১৪৯] প্রথম আলো, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=28299336e11&imageview=1&epedate=28/02/2023

[১৫০] যুগান্তর, ১০ জানুয়ারি ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/633375/

[১৫১] প্রথম আলো, ২২ জানুয়ারি ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/s3ybcnlahn

[১৫২] সমকাল, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2023-02-11/6/4221

[১৫৩] যুগান্তর, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/city/634686/

[১৫৪] যুগান্তর, ৫ মার্চ ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/651435/

[১৫৫] যুগান্তর, ২৭ মার্চ ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/658864/

[১৫৬] যুগান্তর, ২৪ মার্চ ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/city/657917/

[১৫৭] যুগান্তর, ২৭ মার্চ ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/658864/

৭৩. গত ৪ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে স্বামীকে বেঁধে রেখে এক নারী (৩০) শ্রমিককে ইউপি সদস্য রবিন চৌধুরী ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[১৫৮]

যৌন হয়রানি

৭৪. এই সময়ে ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে নারীদের ওপর যৌন হয়রানির অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ১০ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারী ও শিশুদের যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কমিটি গঠন সংক্রান্ত উচ্চ আদালতের রায় বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি আহমেদ সোহেল এর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ। হাইকোর্ট বিভাগের এই নির্দেশের পরও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যৌন হয়ারানি অব্যাহত আছে। যশোর সরকারি মাইকেল মধুসূদন (এমএম) কলেজে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের দ্বারা ছাত্রীরা উত্যক্তের শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ক্যাম্পাসে আসা যাওয়ার পথে ছাত্রীদের উত্যক্ত করেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। এক মাস আগেও এক ছাত্রীকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তারা।[১৫৯]

যৌতুক সহিংসতা

৭৫.যৌতুকের দাবিতে নারীদের ওপর ব্যাপকভাবে সহিংসতা চলছে। যৌতুক না পাওয়ায় নারীদের আগুনে পুড়িয়ে, পিটিয়ে, শ্বাসরোধ করে, কুপিয়ে হত্যা করার মতো ঘটনা ঘটছে।

৭৬.গত ৭ ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহ জেলার কেন্দুয়ায় দাবিকৃত যৌতুকের ২ লক্ষ টাকা না দেয়ায় পপি আক্তার নামে এক গৃহবধূকে তাঁর স্বামী সাদ্দাম হোসেন ও তার পরিবারের সদস্যরা বৈদ্যুতিক তার গলায় পেঁচিয়ে বালিশ চাপা দিয়ে হত্যা করে। পপির বিয়ের সময় স্বামী সাদ্দামকে ১ লাখ টাকা যৌতুক দেয়া হয়। এরপর আরও টাকা দাবি করলে ৮০ হাজার টাকা দেয়া হয়। কিন্তু সাদ্দাম আরও ২ লাখ টাকা যৌতুকের জন্য চাপ দিতে থাকে। টাকা না দেয়ায় অবশেষে পপিকে হত্যা করে সাদ্দাম। র‌্যাব-১৪ সাদ্দাম হোসেন ও তার বড় ভাই শাহ আলমকে গ্রেফতার করেছে।[১৬০]

এসিড সহিংসতা

৭৭. দেশে এসিড সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে। পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে এসিড দমন আইনের মামলায় দ্রুত ব্যবস্থা না নেয়ার। অভিযুক্তদের হাতে কীভাবে এসিড যাচ্ছে, সেটা অনুসন্ধানের বাইরে থেকে যাচ্ছে। কয়েক বছরের ঘটনা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, সম্পত্তি নিয়ে বিরোধের কারণে সবচেয়ে বেশী এসিড সহিংসতার ঘটনা ঘটে। এছাড়া প্রেম ও অনৈতিক প্রস্তাব প্রত্যাখান করায় এবং যৌতুক না পেয়ে এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে।[১৬১]

৭৮.গত ২৬ মার্চ নারায়ণগঞ্জ জেলার ফতুল্লায় যৌতুকের টাকা না পেয়ে ফাতেমা বেগম (৩১) নামে এক গৃহবধূর ওপর সহিংসতা চালানোর পর তাঁকে এসিড দিয়ে ঝলসিয়ে হত্যা করার অভিযোগ রয়েছে স্বামী আরিফ হোসেন এবং তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে।[১৬২]

সংখ্যালঘু নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন

৭৯.২০২৩ সালের প্রথম তিন মাসে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপাসনালয়ে, সংখ্যালঘু আহমদিয়া সম্প্রদায়ের এবং ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির নাগরিকদের ওপর হামলা ও তাঁদের বাড়িঘর ভাংচুর এবং লুটপাট

---

[১৫৮] প্রথম আলো, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/74rdjbui8t
[১৫৯] প্রথম আলো, ২৪ মার্চ ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/mma1jpghv9
[১৬০] সমকাল, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://samakal.com/whole-country/article/2302156572/
[১৬১] প্রথম আলো, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/u18dnp2hap
[১৬২] সমকাল, ২৭ মার্চ ২০২৩; https://samakal.com/food/article/2303164536/

করেছে দুবৃর্ত্তরা। অতীতের ঘটনাগুলোর বিচার না হওয়ায় এবং সেই ঘটনাগুলোকে রাজনীতিকীকরণের কারণে এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটেই চলেছে।

৮০. গত ১ জানুয়ারি বান্দরবান জেলার লামা উপজেলায় লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড কোম্পানি ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠি ম্রোদের উচ্ছেদ করে তাঁদের জমি দখলের জন্য রেংয়েন ম্রোপাড়ায় দুর্বৃত্তদের দিয়ে হামলা চালিয়ে তাঁদের বাড়িঘর ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে এবং লুটপাট চালায়। ম্রোদের উচ্ছেদ করে তাঁদের জমি দখলের জন্য কয়েক বছর ধরে লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড কোম্পানি চেষ্টা করে আসছে। ২০২২ সালের ২৬ এপ্রিল ম্রোদের ৩৫০ একর জুমের জমি পুড়িয়ে দেয়ার অভিযোগ রয়েছে লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড কোম্পানির বিরুদ্ধে।[১৬৩]

বান্দরবানের লামায় সরইয়ের রেংয়েনপাড়ায় হামলা ও অগ্নিসংযোগের পর ম্রোদের ঘর। ছবি: প্রথম আলো, ২ জানুয়ারি ২০২৩

৮১. গত ৫ ফেব্রুয়ারি রাতে ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গি উপজেলার সিন্ধুরপিন্ডি এলাকার একটি মন্দিরে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ১২টি প্রতিমা ভাঙচুর করে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা।[১৬৪] গত ৭ ফেব্রুয়ারি এক সংবাদ সম্মেলন করে দেশব্যাপি চলমান আন্দোলনকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্ট ঠাকুগাঁও জেলা শাখা।[১৬৫]

৮২. গত ৩ মার্চ পঞ্চগড় জেলার আহমদনগরে আহমদিয়া মুসলিম জামায়াত তিন দিনব্যাপি সালানা জলসার (বার্ষিক সম্মেলন) আয়োজন করে। এই জলসা বন্ধের দাবিতে গত ২ মার্চ জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেয় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশসহ কয়েকটি সংগঠন এবং পঞ্চগড় শহরের চৌরঙ্গী মোড়ে তেঁতুলিয়া-ঢাকা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ মিছিল করে সেই সংগঠনগুলোর নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা। ওই দিন আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের দুটি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। গত ৩ মার্চ জলসা বন্ধের দাবিতে জুম্মা নামাজের পর পঞ্চগড় জেলা শহরের বিভিন্ন মসজিদ থেকে মিছিল নিয়ে বিক্ষোভকারীরা শহরের চৌরঙ্গী মোড়ে সমবেত হয়। সেখান থেকে করতোয়া সেতুর দিকে যেতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয়। এই সময় পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ বাঁধলে পুলিশের সাথে বিজিবি ও র‌্যাব সদস্যরা এসে যোগ দেয়। বিক্ষোভকারীরা ট্রাফিক পুলিশের একটি কার্যালয়, আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ২৫টি বাড়িতে এবং শহরের আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের মালিকানাধীন চারটি দোকান আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এই সংঘর্ষে আরিফুর রহমান (২৮) এবং জাহিদ হাসান (২৩) নামে দুই তরুণ নিহত এবং ২ জন সাংবাদিকসহ অন্তত ৫০ জন আহত হন। পরে জেলা প্রশাসন সালানা জলসার অনুমতি বাতিল করে দেন।[১৬৬]

[১৬৩] প্রথম আলো, ২ জানুয়ারি ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/imqpnfytb6

[১৬৪] ডেইলি স্টার, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/idols-desecrated-12-temples-thakurgaon-3240001

[১৬৫] নয়াদিগন্ত, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://www.dailynayadiganta.com/rangpur/726133/

[১৬৬] প্রথম আলো, ৪ মার্চ ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/swyz6pj0g4

প্রতিবেশী দেশঃ ভারত এবং মিয়ানমার

বাংলাদেশের ওপর ভারতের আগ্রাসী মনোভাব

৮৩. বাংলাদেশের ওপর ভারতীয় শাসকগোষ্ঠির আগ্রাসী মনোভাবের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির বিতর্কিত ও প্রহসনমূলক নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনটি বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। তখন তৎকালীন ভারত সরকারের পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং বাংলাদেশে আসেন এবং সেই সময় নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী জাতীয় পার্টিকে সরকারের পক্ষ হয়ে নির্বাচনে আনার জন্য চেষ্টা করে সফল হন।[১৬৭] ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সম্ভবনা রয়েছে। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ভারতীয় পররাষ্ট্র সচিব বিনয় মোহন ক্বাত্রা বাংলাদেশ সফরে এসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎকালে বলেন, "আপনার নেতৃত্বের প্রতি ভারতের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।"[১৬৮] বিনয় ক্বাত্রার এই বক্তব্য ও তৎকালীন ভারত সরকারের পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং এর বাংলাদেশের নির্বাচনে হস্তক্ষেপের বিষয়টি একই সূত্রে গাঁথা। দুটি প্রহসনমূলক নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসেছে এবং আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভারত আবারও প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করছে।

৮৪.২০১৭ সালের ৫ নভেম্বর ভারতীয় শিল্পগ্রুপ আদানির কাছ থেকে (ভারতীয় ক্ষমতাসীনদলের সঙ্গে সম্পৃক্ত) বাংলাদেশ বিদুৎ কেনার চুক্তি করে। ভারতের ঝাড়খন্ডের গোড্ডা এলাকায় অবস্থিত কয়লাভিত্তিক এই বিদুৎ কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশে ১৬০০ মেগাওয়াট বিদুৎ সরবরাহ করা হবে। কিন্তু এই বিদুৎ কিনতে যেয়ে বাংলাদেশের বর্তমান সরকার আদানি গ্রুপকে নজিরবিহীনভাবে বিশেষ সুবিধা দিয়েছে। আদানিকে দেয়া অতিরিক্ত সুবিধার মধ্যে রয়েছে ঘোষিত চাহিদার থেকে কম বিদুৎ নিলে ব্যবহার না করা কয়লার দাম বাংলাদেশকে দিতে হবে। যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ, কেন্দ্র পরিচালনা, কেন্দ্রের ক্যাপাসিটি পেমেন্ট- সব মিলিয়ে চুক্তিতে থাকা শর্তগুলো বাংলাদেশের অন্য কোন বিদুৎকেন্দ্রগুলোকে দেয়া হয়নি। ফলে এই কেন্দ্র থেকে বিদুৎ পেতে বাংলাদেশকে অনেক বেশি ব্যয় করতে হবে।[১৬৯] আদানি বিদুৎকেন্দ্র থেকে উৎপাদিত বিদুৎ কিনতে দেশে উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রায় তিন গুণ বেশি দাম দিতে হবে। এই বেশি দামেই আদানি পাওয়ারের কাছ থেকে বিদুৎ কিনতে হবে, এমন বাধ্যবাধকতার কথা রয়েছে পাওয়ার পারচেজ এগ্রিমেন্টে।[১৭০] গোড্ডা বিদুৎকেন্দ্রের বিদুৎ আদানি চাইলে বিদুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) ছাড়াও যে কোনো তৃতীয় পক্ষের কাছে বিক্রি করতে পারবে।[১৭১] উল্লেখ্য, জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে যুক্তরাষ্ট্রের হিনডেনবার্গ রিসার্চ শেয়ারবাজার ফাঁকিবাজি এবং হিসাবপত্রে কারসাজি ও জালিয়াতির দায়ে আদানি গ্রুপকে অভিযুক্ত করে রিপোর্টি প্রকাশ করে। ভারতীয় বিরোধীদলের নেতারা বলছেন, এই গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা গৌতম আদানির সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দীর্ঘদিনের সম্পর্ক রয়েছে।[১৭২]

৮৫. প্রথম তিন মাসে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ'র সদস্যদের হাতে বাংলাদেশী নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা অব্যাহত ছিল। এই সময়ে বিএসএফ'র সদস্যরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বাংলাদেশী নাগরিকদের ওপর হামলা চালায় এবং সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা-অপহরণ ও নির্যাতন[১৭৩] অব্যাহত রাখে ।

৮৬. **জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ'র হাতে ০৫ জন বাংলাদেশী নিহত এবং ০৫ আহত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ০৪ জন গুলিতে এবং ০১ জন নির্যাতনের শিকার হয়ে নিহত হয়েছেন**

---

[১৬৭] বিবিসি বাংলা, ১৬ নভেম্বর ২০১৮ https://www.bbc.com/bengali/news-46237664

[১৬৮] যুগান্তর, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/645491/

[১৬৯] সমকাল, ১ মার্চ ২০২৩; https://samakal.com/economics/article/2303159642/

[১৭০] সমকাল, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://samakal.com/bangladesh/article/2302157542/

[১৭১] সমকাল, ১ মার্চ ২০২৩; https://samakal.com/economics/article/2303159642/

[১৭২] দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ৩০ জানুয়ারি ২০২৩; https://indianexpress.com/article/explained/explained-economics/what-is-hindenburg-research-accused-adani-fraud-8404531/

[১৭৩] যুগান্তর, ১৮ জানুয়ারি ২০২৩; https://www.jugantor.com/country-news/636331/

বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আহতদের মধ্যে ০৩ জন গুলিতে এবং ০২ জন নির্যাতনে আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

৮৭. গত ১ জানুয়ারি লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারী সীমান্তে বিএসএফ'র সদস্যদের গুলিতে বিপ্লব মিয়া (২২) নামে এক বাংলাদেশী নাগরিক নিহত হন।[১৭৪]

৮৮. গত ১৭ ফেব্রুয়ারি দিনাজপুর জেলার হিলি সীমান্তে বিএসএফ'র সদস্যদের গুলিতে শাহাবুল ইসলাম (২৩) নামে এক বাংলাদেশী দিনমজুর নিহত হন।[১৭৫] নিহত শাহাবুলের পরিবার অভিযোগ করেন, এই ঘটনায় বিএসএফের পক্ষ থেকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) কে ফ্লাগ মিটিংএর আমন্ত্রণ জানানোর কথা জানতে পেরে তাঁরা বিজিবি'র কর্মকর্তাদের এই ব্যাপারে উদ্যেগ নিতে বলেন। কিন্তু তারা শাহাবুলের লাশ আনার ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখায়নি।[১৭৬]

৮৯. গত ২৫ ফেব্রুয়ারি লালমনিরহাটের কালিগঞ্জে চন্দ্রপুর সীমান্তে বিএসএফ'র সদস্যদের নির্যাতনে গুরুতর আহত হন সুমন মিয়া নামে এক বাংলাদেশী নাগরিক। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।[১৭৭]

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির মানবাধিকার লংঘন

৯০. গত ১৭ জানুয়ারি আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের (এপিবিএন) সদস্যরা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কাছ থেকে চাঁদাবাজি, স্বেচ্ছাচারীভাবে তাঁদের গ্রেফতার ও হয়রানি করছে বলে অভিযোগ করে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। এইচআরডব্লিউ জানিয়েছে, কক্সবাজারের আশ্রয়শিবিরে এপিবিএনের ক্যাম্পে রোহিঙ্গাদের ওপর গুরুতর নিপীড়ন ও হয়রানীর অন্তত ১৬টি ঘটনা তাদের নজরে এসেছে।[১৭৮] এ বাহিনীর সদস্যরা রোহিঙ্গাদের কাছে ঘুষ দাবি করেছে। ঘুষ দিতে না পারলে আটকের হুমকিও দিয়েছে। আশ্রয় শিবিরের সিতারা বিবি জানান, তিনি তাঁর ছেলের বিয়ের সময় এপিবিএন সদস্যদের তিন হাজার টাকা ঘুষ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, যদি তাঁরা এই অর্থ এপিবিএন সদস্যদের না দিতেন, তাহলে তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে এপিবিএন মাদক পাচারের মিথ্যা মামলা দিতো। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ২২ নভেম্বর পান বিক্রেতা সায়েদুল (৫৭) কে আটক করে এপিবিএন সদস্যরা তাঁর পরিবারের কাছে এক লাখ টাকা ঘুষ চায়। টাকা দিতে না পারায় দুই হাজার পিস ইয়াবা রাখার অভিযোগ এনে সাইদুলের বিরুদ্ধে মামলা দেয়া হয়।[১৭৯]

৯১. জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআর এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, রোহিঙ্গা শরণার্থীরা সুরক্ষা, নিরাপত্তা, পরিবারের সঙ্গে মিলিত হওয়া এবং জীবিকার তাগিদে অন্য দেশে যাওয়ার জন্য বিপজ্জনক সমুদ্রযাত্রা বেছে নিচ্ছে। ২০২১ সালের তুলনায় ২০২২ সালে রোহিঙ্গা নারী ও শিশুদের বিপজ্জনক সমুদ্র যাত্রা পাঁচগুণ বেড়েছে।[১৮০] ২০২২ সালে সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গা মিয়ানমার বা বাংলাদেশ থেকে বিপজ্জনক সমুদ্র পাড়ি দেয়ার চেষ্টা করেন। এঁদেরমধ্যে কমপক্ষে ৩৪৮ জন মারা গেছেন বা নিখোঁজ হয়েছেন।[১৮১] অপরদিকে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আগমণ অব্যাহত আছে। গত ১৮ জানুয়ারি বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ির তুমব্রু সীমান্তের শূন্যরেখায় দুই সশস্ত্র গোষ্ঠীর সংঘর্ষের সময় শূন্যরেখায় আশ্রয়

---

[১৭৪] প্রথম আলো, ২ জানুয়ারি ২০২৩; https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=21543709e6&imageview=1&epedate=02/01/2023

[১৭৫] সমকাল, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://samakal.com/bangladesh/article/2302157584/

[১৭৬] নিউএইজ, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://www.newagebd.net/article/194907/

[১৭৭] যুগান্তর, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://www.jugantor.com/country-news/649950/

[১৭৮] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, ১৭ জানুয়ারি ২০২৩; https://www.hrw.org/news/2023/01/17/bangladesh-rampant-police-abuse-rohingya-refugees

[১৭৯] প্রথম আলো, ১৭ জানুয়ারি ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/6m5o71foox ; হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, ১৭ জানুয়ারি ২০২৩; https://www.hrw.org/news/2023/01/17/bangladesh-rampant-police-abuse-rohingya-refugees

[১৮০] যুগান্তর, ১৮ জানুয়ারি ২০২৩; https://www.prothomalo.com/world/asia/mdrb8t0dbm

[১৮১] নয়াদিগন্ত, ১৮ জানুয়ারি ২০২৩; https://www.dailynayadiganta.com/miscellaneous/721275/

নেয়া রোহিঙ্গাদের কয়েক শত ঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়। তাঁদের অনেকেই শূন্যরেখা ছেড়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চলে আসেন। [১৮২]

৯২. একদিকে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ভাসানচরে পাঠানো হচ্ছে এবং অন্যদিকে তাঁরা অনেকে সেখান থেকে চলে যাবার চেষ্টা করছেন। গত ১৮ জানুয়ারি ভাসানচর আশ্রয়ণ প্রকল্প থেকে পালানোর সময় তিনজন রোহিঙ্গা শরণার্থীকে নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চরএলাহী ইউনিয়নের চরবালুয়া এলাকা থেকে স্থানীয়রা আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে।[১৮৩]

৯৩. গত ১৫ মার্চ থেকে টেকনাফ ও উখিয়ার বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে থাকা ৪৭৫ জন রোহিঙ্গা শরণার্থীর তথ্য যাচাই ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে ২২ সদস্যের মিয়ামারের প্রতিনিধি দল। এই সাক্ষাৎকারের সময় রোহিঙ্গাদের তথ্য যাঁচাইয়ের পাশাপাশি তাঁরা কাগজে স্বাক্ষর নিয়েছেন এবং ছবি তুলেছেন। কিন্তু রোহিঙ্গাদের কোনো প্রশ্নের জবাব দেননি প্রতিনিধি দলের সদস্যদের কেউ। তবে বহু রোহিঙ্গা মিয়ানমার প্রতিনিধি দলকে জানিয়েছেন, নাগরিকত্ব না পেলে কোনো রোহিঙ্গা বাংলাদেশের আশ্রয় শিবির থেকে রাখাইন রাজ্যে ফিরে যাবেন না। তাঁরা আরো জানিয়েছেন যে, প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার সঙ্গে ইউএনএইচসিআরকে সম্পৃক্ত রাখতে হবে এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার প্রতিনিধিদের রাখাইন রাজ্য পরিদর্শনের সুযোগ দিতে হবে। সাক্ষাৎকার পর্বটি লোক দেখানো মনে হয়েছে দাবি করে রোহিঙ্গা শরণার্থী সলিম উল্লাহ বলেন, নাফ নদীর ওপারে রাখাইন রাজ্যের যেসব গ্রাম থেকে সর্বশেষ ২০১৭ সালের ২৫ অগাস্টের পর আট লাখ রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে ঠেলে দেয়া হয়েছিল, সেসব গ্রামের কোনো চিহ্ন এখন আর নাই। গ্রামগুলোতে স্থাপন করা হয়েছে সেনা ছাউনি এবং সামরিক ব্যারাক। কিছু গ্রামে মগ সম্প্রদায়ের বসতি গড়া হয়েছে। প্রত্যাবাসন যদি শুরু হয় তবে রোহিঙ্গাদের ফেলে আসা ঘরবাড়িতে পুনর্বাসনের সুযোগ নাই। বাংলাদেশের মতোই সেখানকার (রাখাইন) আশ্রয়শিবিরে বন্দিজীবন কাটাতে হবে তাঁদের। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের পরিস্থিতি রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের জন্য অনুকূল নয় বলে মনে করে ইউএনএইচসিআর।[১৮৪]

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা

৯৪. *অধিকার* এবং এর মানবাধিকার কর্মীরা রাষ্ট্রিয় বাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হলেও মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলন থেকে কখনো সরে দাঁড়ায়নি। এই কারণে *অধিকার* এর ওপর ২০১৩ সাল থেকে চরম রাষ্ট্রিয় নিপীড়ন শুরু হয়, যা ২০২৩ সালেও চলমান রয়েছে। ২০১৩ সালে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন প্রকাশের কারণে *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান এবং পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলান এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ মামলা দায়ের করে তাঁদের বন্দি করা হয়। এই মামলার কার্যক্রম চলছে ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালে।[১৮৫] গত ৩১ মার্চ জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার ফলকার টার্ক বাংলাদেশ

---

[১৮২] মানবজমিন, ২৩ জানুয়ারি ২০২৩; https://mzamin.com/news.php?news=39594

[১৮৩] যুগান্তর, ১৯ জানুয়ারি ২০২৩; https://www.jugantor.com/country-news/636589/

[১৮৪] প্রথম আলো, ২০ মার্চ ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/058hkj8d4b

[১৮৫] ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালকের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা বাতিল করার আবেদন নাকচ করে দিয়ে মামলাটি সাইবার ট্রাইব্যুনালে সচল করার ব্যাপারে আদেশ দেয়। পরবর্তীতে মামলাটি বাতিল করার আবেদন নাকচ করার বিষয়টি পুনর্বিবেচনার আবেদন জানিয়ে আপিল বিভাগে রিভিউ এর দরখাস্ত দাখিল করা হয়। ২০২১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালে এই মামলার প্রথম শুনানি হয়। এই দিন *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালে হাজির হলে তাঁদের আইনজীবী আপিল বিভাগে রিভিউ এর দরখাস্ত দাখিল করার কথা আদালতকে অবহিত করেন এবং রিভিউ শুনানি শেষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য আদালতের কাছে আরজি জানান (রিভিউ পিটিশন নাম্বার ৮/২০২১ তাং ৪/৪/২০২১)। কিন্তু আদালত এই আবেদন মঞ্জুর না করে ৫ অক্টোবর ২০২১ সাইবার মামলা নং-১/২০১৩ এ সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য করে। এরপর যথারীতি আদালত সাক্ষ্য গ্রহণ অব্যাহত রাখে এবং ৯ নভেম্বর ও ২৪ নভেম্বর ২০২১ সাক্ষ্য গ্রহণ করে। এরপর ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ সরকার পক্ষের সাক্ষি না আসায় ২০২২ সালের ২০ জানুয়ারি সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য পরবর্তী তারিখ নির্ধারিত হয়। ২০ জানুয়ারি সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। এরপর ২০ ফেব্রুয়ারী সরকারি সাক্ষি না আসায় ২৮ মার্চ পরবর্তি তারিখ ছিল। এই তারিখেও সাক্ষি না আসায় পরবর্তী তারিখ ৮ মে ধার্য করা হয় । ৮ মে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় এবং পরবর্তী তারিখ ৯ জুন ধার্য করে। সাক্ষি মারা যাওয়ায় ৯ জুন সাক্ষ্য গ্রহণ হয়নি এবং আদালত পরবর্তী তারিখ ১৩ জুলাই ধার্য করে। ১৩ জুলাই সাক্ষি না আসায় সাক্ষ্য গ্রহণ হয়নি, সাক্ষি মারা যাওয়ায় ৩ অগাস্ট সাক্ষ্য গ্রহণ হয়নি এবং একইভাবে পরবর্তী সাক্ষিও মারা যাওয়ায় ২২ অগাস্ট সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায়নি। ৫ ও ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৭ অক্টোবর এবং ১০ নভেম্বর সাক্ষিদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। পরবর্তী সাক্ষ্য গ্রহণের তারিখ ছিল ২৭

জুড়ে সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীদের গ্রেফতার, হয়রানি ও ভীতি প্রদর্শন এবং অনলাইন সমালোচকদের কণ্ঠ রোধ করতে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ব্যবহার করা হচ্ছে বলে বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে তিনি *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান এবং পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলানের বিরুদ্ধে ২০১৩ সালে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের কৃত মামলার চলমান বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।[১৮৬]

৯৫. গত ২০ মার্চ ২০২২ সালের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে বৈশ্বিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর। প্রতিবেদনে বাংলাদেশ বিষয়ক অংশের শিরোনাম, '২০২২ কান্ট্রি রিপোর্টস অন হিউম্যান রাইটস প্যাকটিসেস: বাংলাদেশ'। গত ২১ মার্চ পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম এই প্রতিবেদনের ওপর মন্তব্য করতে যেয়ে বলেন, "প্রতিবেদনে কিছু এনজিও, আইএনজিও এবং সিএসও'র উদাহরণ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে *অধিকার*। খুব পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই, বাংলাদেশে *অধিকার* এর কার্যক্রম পরিচালনার বৈধ নিবন্ধন নেই। *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়নের যে আবেদন করেছিল, তা আমলে নেয়া হয়নি। বিষয়টি উচ্চ আদালতে আছে।"[১৮৭] *অধিকার* সংশ্লিষ্ট সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিতে চায় যে, এনজিও বিষয়ক বুর‍্যোর নিবন্ধন শুধু মাত্র বৈদেশিক অনুদানের জন্য প্রযোজ্য। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের বাধ্যবাতকতা অনুসারে সংগঠনের স্বাধীনতার অধিকার প্রয়োগ করার জন্য কোন সংস্থাকে নিবন্ধিত বা লাইসেন্সপ্রাপ্ত হতে হয় না। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার অনুচ্ছেদ ২০, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সর্ম্পকিত আন্তর্জাতিক চুক্তির অনুচ্ছেদ ২২ এবং মানবাধিকার রক্ষাকারী ঘোষনার অনুচ্ছেদ ৫ এর পাশাপাশি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদ এই মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করে।

সুপারিশসমূহ

১. বাংলাদেশের জনগণকে কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য একটি স্বচ্ছ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনী গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জরুরি ভিত্তিতে সহায়তা দেয়া আবশ্যক।

২. জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল এবং দি অফিস অব দি হাইকমিশনার ফর হিউম্যান রাইটস (ওএইচসিএইচআর) কে অবশ্যই বাংলাদেশের ওপর একটি নতুন ম্যান্ডেট গ্রহণ করতে হবে যাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রমাণগুলো সংগ্রহ করা যায়।

৩. সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে এবং সরকারকে বিচার বিভাগ নিয়ন্ত্রণের কর্মকাণ্ড থেকে নিবৃত্ত থাকতে হবে। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। স্বাধীন বিচার বিভাগ ও বিচার ব্যবস্থার আওতায় আইনের শাসন পুনঃস্থাপন করতে হবে।

নভেম্বর। এই দিন রাষ্ট্রপক্ষ পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের দুই জনকে সাক্ষি হিসেবে হাজির করে। কিন্তু আদালত এই মামলার সঙ্গে সাক্ষিদের কোন সংশ্লিষ্টতা না থাকায় তাদের জবানবন্দি গ্রহণ করেনি। আদালত ২০২৩ সালের ১৫ জানুয়ারি পরবর্তী সাক্ষ্যের জন্য দিন ধার্য করে। ১৫ জানুয়ারি সরকারি সাক্ষি না আসায় আদালত ২৯ জানুয়ারি পরবর্তি তারিখ ধার্য করে। এই দিন সাইবার ট্রাইবুনালের বিচারক এ এম জুলফিকার হায়াৎ আরও আদেশ দেন যে পরবর্তী সাক্ষ্য গ্রহণের পর থেকে প্রত্যেকটি কার্যদিবসে সাক্ষ্য গ্রহন করে সরকারি সাক্ষ্য গ্রহন শেষ করা হবে। ২৯ জানুয়ারি ২ জন সাক্ষি সাক্ষ্য দেয়। এরমধ্যে এই মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা পুলিশ ইনসপেক্টর মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলামের সাক্ষি সমাপ্ত না হওয়ায় আদালত ১ ফেব্রুয়ারি তার সাক্ষ্য গ্রহনের দিন ধার্য করে। মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম ১ ফেব্রুয়ারি তার সাক্ষ্য প্রদান সমাপ্ত করেন। আদালত ২০ ফেব্রুয়ারি সাক্ষ্য গ্রহনের দিন ধার্য করে। ২০ ফেব্রুয়ারি কোন সাক্ষি আদালতে হাজির হননি। এই দিন অত্র মামলায় P.W.-18 কর্তৃক প্রদর্শিত গোয়েন্দা ও অপরাধ তথ্য বিভাগ (উত্তর) ডিএমপি, ঢাকা সাধারণ ডায়েরি নং-২৬৮, তারিখ ১০/৮/২০১৩ কর্তৃক জব্দকৃত আলামত সমূহ অত্র মামলার প্রদশর্নী থেকে বাদ দেওয়ার জন্য আবেদন করেন বিবাদী পক্ষ। কিন্তু আদালত তা নামঞ্জুর করে। ২ মার্চ আদালত সাক্ষীর জন্য দিন ধার্য করে। কিন্তু ২ মার্চ সাক্ষি হাজির না হওয়ায় আদালত ১৯ মার্চ পরবর্তী সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য করে। ১৯ মার্চ সাক্ষী হাজির না হওয়ায় আদালত ৫ এপ্রিল পরবর্তী সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য করে।

[১৮৬] https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/03/bangladesh-turk-urges-immediate-suspension-digital-security-act-media

[১৮৭] সমকাল, ২২ মার্চ ২০২৩; https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2023-03-22/2/7472

৪. নাগরিকদের শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশের অধিকার অবশ্যই সুরক্ষিত এবং নিশ্চিত করতে হবে। বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর হামলা এবং হয়রানি বন্ধ করতে হবে। সরকারকে দমনমূলক অসাংবিধানিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে হবে।

৫. মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। সাংবাদিকসহ সমস্ত মানবাধিকার কর্মীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা সবগুলো মামলা প্রত্যাহার করতে হবে এবং তাঁদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান এর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে।

৬. বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩), সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ (সংশোধনী ২০১২ ও ২০১৩), ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ ও এর বিধিমালা ২০২০ সহ সমস্ত নিবর্তনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে এবং এই আইনগুলোর আওতায় দায়ের করা মামলাগুলো প্রত্যাহার করতে হবে।

৭. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন এবং অমানবিক ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে এবং ফৌজদারী আইননুযায়ী সাজা দিতে হবে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principals on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials মেনে চলতে হবে।

৮. নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং রিমান্ডের নামে নির্যাতন বন্ধের জন্য ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ মামলায় হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে।

৯. গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করতে হবে। গুমকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে আখ্যা দিয়ে আভ্যন্তরীণ আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং গুমের সঙ্গে জড়িতদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

১০. নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা বন্ধে দ্রুততার সঙ্গে অপরাধীদের বিচার করে শাস্তি দিতে হবে। পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারীদের জন্য সব জেলায় আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। ২০১০ সালে দেয়া আদালতের রায় অনুযায়ী যৌন হয়রানি বা উত্যক্ত করার সংজ্ঞা অর্ন্তভুক্ত করে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ১০ ধারা সংশোধন করতে হবে।

১১. সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের তুলনায় যেসব নাগরিক তাঁদের ভাষা, জাতি বা ধর্ম বিশ্বাসের কারণে সংখ্যালঘু, তাঁদের জানমালের সুরক্ষা দিতে হবে এবং তাঁদের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র ও সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। সরকারকে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনতে হবে।

১২. সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের ওপর ভারতীয় বিএসএফ বাহিনীর হত্যা-নির্যাতনসহ সব ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে। বাংলাদেশের ওপর ভারত সরকারের আগ্রাসন বন্ধ করতে হবে।

১৩. গণহত্যা এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের শিকার রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়াসহ তাঁদের নিজ দেশে নিরাপদে প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে হবে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর সংঘটিত অপরাধের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভাসানচরে স্থানান্তর বন্ধ করতে হবে।

১৪. *অধিকার* এর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে। *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালকের বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়ন করতে হবে।

- সমাপ্ত -